www.BANGLAKITAB.com

জন্য চাঁদা সংগ্রহের হিড়িক পড়িয়াছে। ইহাতে আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, যেসব সতর্ক লোক নর্তকী ও বেশ্যাদের নিকট হইতে কখনও টাকা লইত না, তাহারা বিনাদ্বিধায় ইহাদের নিকট হইতে চাঁদা লইয়াছে।

তদ্রূপ মাদ্রাসা, সমিতি ইত্যাদির চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে, এরূপ খোদার বান্দা খুবই কম। এই ব্যাপারে সাবধান ব্যক্তিরাও এইরূপ মনে করে যে, নিজের বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভবপর। কেননা, সাবধানতা অবলম্বন করার ফলে আমদানী কম হইলে নিজে কিছুটা কষ্ট সহ্য করিয়া লইলেই চলিবে, দুই বেলার পরিবর্তে এক বেলা খাইবে কিংবা উত্তম পোশাকের পরিবর্তে সামান্য নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করিবে; কিন্তু মাদ্রাসা, সমিতি অথবা তুরস্কবাসীদের জন্য চাঁদা উঠাইবার বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করা কিরূপে সম্ভবপর? এখানে তো দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতেই হইবে। ইহার কম হইলে চলিবে না। অতএব, যেখানে যাহা পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিলেই এই বিরাট অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর। তাছাড়া নফ্‌স আরও বুঝায় যে, ইহা তো খোদার কাজ—তোমার নিজস্ব কাজ নহে। ইহাতে সামান্য চক্ষু বন্ধ করিয়া কাজ করিলে ক্ষতি কি?

বলিতে কি, মৌলবীদের নফ্‌সও মৌলবী হয় এবং দরবেশদের নফ্‌সও দরবেশ হইয়া থাকে। তাহাদের নফ্‌স উপরোক্তরূপ হিলা-বাহানা বলিয়া দেয়। অথচ ইহা বিরাট ভ্রান্তি বৈ কিছু নহে। কেননা, নিজের ব্যবহারের জন্য গোনাহ্ করিলে কিছু না কিছু উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। কমপক্ষে নিজের পকেটে টাকা আসে, কিন্তু ধর্মের কাজে গোনাহ্ করিলে কোন উদ্দেশ্য হাছিল হয় না। কেননা, ধর্মের কাজের উদ্দেশ্য হইল খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা। গোনাহ্ দ্বারা তাহা কিরূপে হাছিল হইতে পারে? তাছাড়া নিজের গাটে টাকা না আসা জানা কথা। কেননা, উহা তো অন্যের হাতে চলিয়া গিয়াছে। অতএব, আপনি মধ্যস্থলে খালি হাতেই রহিয়া গেলেন এবং গোনাহে লিপ্ত হইলেন। কাজেই বুঝা গেল যে, এই ধরণের কাজে আরও বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

এখন আমি বলি, যখন খোদার কাজে অর্থ সংগ্রহে আমাদের পার্থিব কিছু লাভ হয় না, তা সত্ত্বেও উহাতে আমরা এত উদার হইয়া পড়ি এবং বহু অসাবধান হইয়া পড়ি, তবে যে যে ক্ষেত্রে নিজের জন্য মাল উপার্জন করা লক্ষ্য থাকে, সে ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অসাবধানতা হইবে? কেননা, তখন মাল উপার্জনে নিজের উপকারও নিহিত আছে। এমতাবস্থায় নিজ স্বার্থোদ্ধারের খাতিরে হালাল হারামের মোটেই পরওয়া হইবে না। বিশেষ করিয়া যখন শুধু প্রয়োজন মিটান উদ্দেশ্য না থাকে; বরং কিছু মাল সঞ্চয় করাও লক্ষ্য থাকে, তখন অসাবধানতার দ্বার খুব বেশী প্রশস্ত হইবে। হাঁ, কোন ব্যক্তি যদি মাল সঞ্চয় করার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, তবে সে

www.BANGLAKITAB.com

সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারে। দ্বীনদার লোকের মধ্যে খোদার ফজলে এমন অনেক আছেন যাঁহারা মাল সঞ্চয় করার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। কিন্তু দুনিয়াদারদের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাহাদের সদাসর্বদার জল্পনাই ইহা যে, এই পরিমাণ টাকা-পয়সা সঞ্চিত হওয়া চাই এবং এই পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন করা দরকার।

এরপর তাহারা উহা উপার্জন করিতে সুদ, ঘুষ ইত্যাদির মোটেই পরওয়া করে না (ঋণ করার পর তাহা হযম করিয়া ফেলা কিংবা অস্বীকার করা, ভগিনীদের প্রাপ্য অংশ আত্মসাৎ করা, কাহারও সম্পত্তি জবরদখল করিয়া লওয়া ইত্যাদি সবকিছুই তাহারা মাল সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে। তাহারা হালাল ও হারামের মোটেই পার্থক্য করে না।

॥ মাল সংরক্ষণের ব্যাপারে বাহানা ॥

এতক্ষণ মাল উপার্জন করার অবস্থা বর্ণিত হইল। এখন উহা সংরক্ষণের অবস্থা শুনুন। সাধারণতঃ, মনে করা হয় যে, যাকাত, ছদকা এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কাহাকেও কিছু না দিলেই মালের পুরাপুরি হেফাযত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপও হয় যে, কোন ভিক্ষুক সম্বন্ধে যদি জানা যায় যে, সে বাস্তবিকই কাঙ্গাল, তবে বহু ক্ষেত্রে শুধু মাল কমিয়া যাওয়ার ভয়ে তাহাকে কিছুই দেওয়া হয় না। অনেকে অলঙ্কারের যাকাত দেয় না। অথচ আমাদের ইমাম আযম ছাহেবের মতে অলঙ্কারেরও যাকাত ওয়াজেব। এব্যাপারে তাহারা অন্যান্য ইমামদের আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, তাঁহাদের মতে অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজেব নহে। জানা দরকার যে, শুধু নফ্‌সের সন্তুষ্টির জন্য অন্য ইমামের মযহাব গ্রহণ করা ধর্ম হইতে পারে না; বরং ইহা নফসের অনুসরণ এবং ধর্মের সহিত ঠাট্টা অর্থাৎ ধর্মকে খেলা মনে করা মাত্র।

আল্লামা শামী (রঃ) জনৈক বুযুর্গের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বুযুর্গের নিকট কেহ জনৈক হানাফী আলেমের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আলেম ব্যক্তি এক জন মুহাদ্দিসের নিকট তাঁহার মেয়ের বিবাহের পয়গাম দেন। মুহাদ্দিস বলিলেন, আপনি হানাফী মযহাবের লোক এবং আমি মুহাদ্দিসদের নীতি অনুসরণ করি। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যে মিল হইবে না। আপনি যদি ইমাম আবূ হানীফার অনুসরণ ত্যাগ করিয়া মুহাদ্দিসদের মযহাব অবলম্বন করেন, তবে আমি বিনা ওযরে এই পয়গাম মঞ্জুর করিতে পারি। আলেম ছাহেব এই শর্ত পালন করিতে সম্মত হইলেন এবং বিবাহ হইয়া গেল। অতঃপর ঘটনা বর্ণনাকারী ব্যক্তি বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই অবস্থায় মযহাব ত্যাগ করা জায়েয হইল কি না। বুযুর্গ বলিলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, এই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ঈমান হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িবে।

www.BANGLAKITAB.com

কারণ, সে এতদিন যে মযহাবকে সত্য মনে করিত এবং সত্য মনে করিয়াই উহার অনুসরণ করিত, উহাকে শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় ত্যাগ করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার ঈমান রক্ষা পাওয়া মুশকিল বটেঃ

اعاذنا الله منه (اللهم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور و من العمی بعد البصر و من الضلالة بعد الهدی امین -)

"আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহা হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। (হে আল্লাহ্! আমরা প্রাচুর্যের পরে অনটন হইতে, দৃষ্টিশক্তির পরে অন্ধত্ব হইতে এবং হেদায়তের পরে গোমরাহী হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।)"

তদ্রূপ কেহ কেহ শুধু মাল বাঁচাইবার জন্য অলঙ্কারের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মযহাব পালন করিয়া শাফেয়ী হইয়া গিয়াছে। এরপর অন্য কোন ব্যাপারে অসুবিধায় পতিত হইলে, সেক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর অভিমত গ্রহণ করিয়া ফেলে। তখন তাহারা হানাফী হইয়া যায়। তাহাদের নফস হুবহু উট পাখীর ন্যায়। উটপাখী আকৃতির দিক দিয়া উটের সহিতও সামঞ্জস্য রাখে আবার পাখাবিশিষ্ট হওয়ার কারণে পাখীর সহিতও তাহার মিল আছে। এখন কেহ উহাকে উট মনে করিয়া পিঠে বোঝা চাপাইতে চাহিলে সে নিজেকে পাখী বলিয়া উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে কেহ তাহাকে পাখী মনে করিয়া শূন্যে উড়িতে বলিলে সে জোর গলায় বলে, আমি উট। উট কি আকাশে উড়িতে পারে? হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ) ইহাকেই বলেনঃ

چوں شتر مرغے شناس ایں نفس را + نے کشد بار ونہ پرد بر ہوا
گر بپر گوئیش گوید اشترم + ور نہی بارش بگوید طائرم

(চুঁ শুত্‌র মুরগে শেনাস ই নফ্‌স রা + নায় কাশাদ বার ও নায় পরাদ বর হাওয়া
গর বপর গুয়ীয়াশ গুয়াদ ওশ্‌তরাম + ওর নেহী বারাশ বগুয়াদ তায়েরাম)

"অর্থাৎ, নফ্‌সকে উটপাখীর ন্যায় মনে কর। সে বোঝাও বহন করিতে পারে না এবং শূন্যেও উড়িতে পারে না। যদি তাহাকে উড়িতে বল, তবে সে বলে, আমি উট এবং যদি তাহার পিঠে বোঝা রাখিতে চাও, তবে সে বলে, আমি তো পাখী।"

বাস্তবিকই নফ্‌সের অবস্থা হুবহু তাহাই। সে নিজের গায়ে মাছি বসিতে দেয় না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশ ধরে। অনেকের নফ্‌স দুনিয়ার পর্দায় এই ধরণের ধূর্তামী করে আবার কিছু সংখ্যক লোকের নফ্‌স ধর্মের আড়ালে এই সব কুকাণ্ড করে। কোথায় কাহারও নিকট হয়তো শুনিয়াছে—ইমাম শাফেয়ী ছাহেবের মযহাবে অলঙ্কারে যাকাত নাই। ব্যস অমনি যাকাত হইতে গা বাঁচাইবার জন্য

www.BANGLAKITAB.com

শাফেয়ী হইয়া গেল। যে সব দ্বীনদার ব্যক্তি নিজেদের ধারণামতে শরীঅত-বিরুদ্ধ কাজ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, তাহাদের এই অবস্থা। পক্ষান্তরে যাহারা শরীঅত-বিরুদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চায় না, তাহারা কোন কিছুরই পরওয়া করে না। কোন মযহাবে জায়েয হউক বা নাজায়েয হউক, সবই তাহাদের নিকট সমান। তাহাদের উদ্দেশ্য হাছিল হইলেই হইল। মাল সংরক্ষণের ব্যাপারে এই হইল আমাদের অবস্থা।

॥ মাল ব্যয় করার ব্যাপারে অসাবধানতা ॥

তৃতীয় স্তর অর্থাৎ মাল ব্যয় করার কথা বাকী রহিল। এ ব্যাপারে মানুষের ধারণা এই যে, মাল আমাদের ; সুতরাং আমরা যথা ইচ্ছা, তাহা ব্যয় করিব। ইহা মানুষের একটি ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের সবকিছুই হক তা'আলার। সে শুধু আমানতদার। খোদা যেখানে অনুমতি দেন, সে শুধু সেখানেই তাহা ব্যয় করিতে পারে। খোদা যে ক্ষেত্রে ব্যয় করিতে নিষেধ করেন, সেখানে ব্যয় করার মানুষের মোটেই অধিকার নাই।

এখন জানা দরকার যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মাল খরচ করা গোনাহ্। যেমন, নাচ-গান ও গর্বজনক আচার অনুষ্ঠানে ব্যয় করা। অনেকের ধারণা এই যে, উপার্জনের বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে ; কিন্তু খরচের বেলায় ইহার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ ধারণার কারণ হইল এই যে, ব্যয় করার ব্যাপারে তাহারা নিজদিগকে একক ক্ষমতাবান মনে করে। ইহা যে একেবারেই ভ্রান্ত তাহা এই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ খরচের ব্যাপারে এত উদার যে, নাচ-গান ও তামাশায় ব্যয় করিতে মোটেই দ্বিধা করে না। কিছু সংখ্যক লোক এত উদার তো নহে। তাহারা নাচ-গানে টাকা খরচ করা অন্যায় মনে করে ; কিন্তু বিভিন্ন গর্বজনক আচার অনুষ্ঠানে টাকা খরচ করিতে তাহারাও পিছনে থাকে না। ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে শুধু নাম যশ অর্জন করা। পরিতাপের বিষয় কতিপয় দ্বীনদার ও অনুসৃত ব্যক্তিও এই ধরণের আচার-অনুষ্ঠানে টাকা ব্যয় করাকে অন্যায় মনে করে না। তাহারা বলে, ইহাতে দোষের কি আছে? পানাহার করণ এবং নিজ সমাজের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা ও সমবেত করা নাজায়েয হইবে কেন?

ইহার উত্তরে আমি বলি যে, জনাব, এইরূপ নিমন্ত্রণ ও ধুমধামের মধ্যে মানুষের উদ্দেশ্য কি, তাহা দেখা দরকার। ইহাতে তাহাদের নিয়ত জাঁকজমক ও রিয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাহাদের নামযশ ছড়াইবে, সকলে বলিবে, দেখ কেমন বুকের পাটা! শুধু এই নিয়তেই তাহারা এই ধরণের আচার-অনুষ্ঠানের

www.BANGLAKITAB.com

আয়োজন করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় ইহা কিরূপে জায়েয হইতে পারে? কারণ, যেসব বিষয় জায়েয, উহাদের বেলায় নিয়ম এই যে, মন্দ নিয়তে করিলে তাহা না-জায়েয হইয়া যায়। পরিতাপের বিষয়, নাম-যশের নিয়তে কোনকিছু করা যে মন্দ, আজকালকার মানুষ তাহাই বুঝে না। এ ব্যাপারেও তাহারা তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া যায়।

ইহার কারণ এই যে, ধর্মীয় এল্‌ম সম্বন্ধে মানুষ একেবারে অজ্ঞ। তাহারা হাদীস কোরআন মোটেই পড়ে না। যাহারা পড়ে, তাহাদের অধিকাংশই উহা বুঝে না। রাসূলে খোদা (দঃ) বলিয়াছেন ঃ

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ اَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ الذُّلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি খ্যাতি ও নাম-যশের নিমিত্ত পোশাক পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাইবেন।' পোশাকে বেশী খরচও হয় না, কিন্তু নাম-যশের নিমিত্ত হইলে এই অল্প খরচও নাজায়েয হইয়া যায়। অতএব, যে ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যের জন্য হাজার টাকা উড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা কিরূপে জায়েয হইতে পারে?

॥ পাপ কাজে সহায়ক বিষয় ॥

যাহারা নাম-যশের নিয়ত করে, হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত শাস্তিবাণী তাহাদের জন্য নির্ধারিত। ইহাতে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, এইসব আচার-অনুষ্ঠানে টাকা-পয়সা নষ্ট করা জায়েয নহে। ইহাতে আরও জানা যায় যে, এইসব অনুষ্ঠানে অন্যদের যোগদান করাও না-জায়েয। কেননা, এইভাবে পাপ কাজে সহায়তা করা হয়। এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান না করিলে ইহাতে টাকা-পয়সা বরবাদ করার সুযোগই পাওয়া যাইবে না। অপর একটি হাদীসে যোগদানকারীদিগকেও স্পষ্ট নিষেধ করা হইয়াছে ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ اَنْ يُؤْكَلَ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ مَرْفُوْعًا وَقَالَ مُحْيِ السُّنَّةِ وَالصَّحِيْحُ مُرْسَلٌ وَالْمُتَبَارِيَانِ الْمُتَفَاخِرَانِ بِالطَّعَامِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَاِنَّمَا كُرِهَ ذٰلِكَ لِمَا فِيْهِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْمُبَاهَاةِ وَلِاَنَّهٗ دَاخِلٌ فِيْ جُمْلَةِ مَا نُهِىَ عَنْهُ مِنْ اَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ الخ (كذا في عون المعبود صفحه ٣٠٢ ج ٣ -)

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এমন দুই ব্যক্তির খাদ্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহারা পরস্পরকে গর্বের উদ্দেশ্যে খাওয়ায়। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ গর্ব ও রিয়া ছাড়া কিছুই নহে। অতএব, এই ধরণের অনুষ্ঠানে যোগদান করা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হইয়া গেল।'

قال الامام الشعرانى فى العهود المحمدية اخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نتخلف عن الاجابة الى الولائم الا بعذر شرعى الى ان قال ومن عذرنا فى الاكل وجود شبهة فى الطعام اوعدم صلاح النية فى عمله ثم ذكر الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين ان يؤكل الخ (صفحه ٣١٩)

নাম-যশ ও রিয়া যে মন্দ তাহা কে না জানে? এইসব অনুষ্ঠানে অন্য কোন দোষের বিষয় না থাকিলেও নিয়ত দুরুস্ত না থাকাও কম দোষের বিষয় কি? আর যদি কেহ নাম-যশ ও রিয়া যে মন্দ তাহাই না জানে, তবে সেক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব শুধু তাহাকে এই হাদীসটি শুনাইয়া দেওয়া যে, নাম-যশ ও রিয়ার নিয়তে কোনকিছু করিতে রাসূলে খোদা (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। এই পর্যন্ত নিয়তের অনিষ্টকারিতা বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত এইসব আচার অনুষ্ঠানের জন্য সুদে কর্জ লইয়াও ব্যয় করা হয়। এই সবের গোনাহ্ পৃথক হইবে। এ পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর জন্য ব্যাপক বিষয়বস্তু ছিল।

এখন আমি বিশেষভাবে মহিলাদিগকে সম্বোধন করিতেছি। ইহাতে তাহারাও বুঝিতে পারিবে যে, মাল উপার্জন করিতে যাইয়া তাহারা কি কি গোনাহ্ করে। মহিলারা স্বয়ং উপার্জন করিতে পারে না। তবে যাহারা উপার্জন করে, তাহাদিগকে অধিকাংশ গোনাহে ইহারাই লিপ্ত করিয়া থাকে। উহাদের মুখে যে জিহ্বাটি রহিয়াছে, উহা পুরুষদের দ্বারা সবকিছু করাইয়া লয়। ইহারা আগেই নিয়ত করিয়া ফেলে যে, খুব মূল্যবান পোশাক কিনিতে হইবে। এরপর মজুর অর্থাৎ স্বামী ঘরে আসিতেই তাহারা অর্ডার বুক করিয়া দেয়। কথা বলার এমন মোহিনী ভঙ্গী তাহাদের আয়ত্বাধীন যাহাতে কথাগুলি অনবরতই পুরুষের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। এরপর সে তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করার জন্য ঘুষ যুলুম ইত্যাদি সবকিছুই করে। কেননা, হালাল আমদানী এত বেশী থাকে না যে, উহা দ্বারা মহিলাদের দাবী পূরণ হইতে পারে। অতএব, বাহ্যতঃ মহিলাগণ এইরূপ বলিতে পারে যে, আমরা তো উপার্জনের যোগ্যই নহি। পুরুষরাই উপার্জন করে। উহাতে কোন গোনাহ্ হইলে তাহা তাহাদেরই ঘিম্মায় বর্তাইবে। আসলে কিন্তু তাহারাই পুরুষদিগকে হারাম উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। সত্য বলিতে কি, মহিলাদের ফরমায়েশই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদিগকে ঘুষখোরী ও হারাম আমদানীতে বাধ্য

www.BANGLAKITAB.com

করে। অতএব, পুরুষদের গোনাহ্‌র কারণ হইল ইহারাই, কাজেই ইহারাও এইসব পাপের কবল হইতে রক্ষা পাইবে না।

আমি পুরুষদিগকে সতর্ক করিতেছি যে, মহিলাদের ফরমায়েশের প্রধান কারণ হইল তাহাদের পারস্পরিক মেলামেশা। তাহারা কোন মহ্‌ফিলে একত্রিত হইলে একজন অপরজনকে দেখিয়া মনে মনে বাসনা করে যে, হায়! আমার কাছেও যদি এমন সুন্দর পোশাক ও অলঙ্কার থাকিত।

আমি নিজে দেখিয়াছি—জনৈক কোর্ট ইনস্পেক্টরের বেতন চার পাঁচ শত টাকা ছিল। প্রথম প্রথম তিনি বেতনের অধিকাংশ টাকা আত্মীয় স্বজনদের পিছনে ব্যয় করিতেন। তিনি অনেক দরিদ্র ব্যক্তির মাসিক বেতনও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। নিজের জন্য খুবই কম টাকা ব্যয় করিতেন। এমনকি, তাঁহার ঘরে রান্নাবান্নার জন্য কোন পাচিকাও ছিল না। বেগম সাহেবাই নিজ হস্তে যাবতীয় কাজ-কাম করিয়া লইতেন। বেগম সাহেবার অলঙ্কার বা মূল্যবান পোশাক বলিতে কিছুই ছিল না। তিনি স্বহস্তে আটাও পিষিতেন। অবশেষে তিনি বদলী হইয়া সাহারানপুরে আসেন এবং জনৈক সেরেস্তাদারের নিকটে বাড়ী ভাড়া করেন। কিছু দিন পর্যন্ত তিনি পূর্বাবস্থায়ই অবস্থান করিতে থাকেন। এক দিন সেরেস্তাদার সাহেবের পরিবার পরিজন বাসনা প্রকাশ করিল যে, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের বেগম সাহেবা অনেক দিন যাবৎ আমাদের পার্শ্বে বাস করিতেছেন, আমাদের ইচ্ছা তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করি। প্রথমত ইনস্পেক্টর সাহেব আপন স্ত্রীকে তথায় পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন; কিন্তু পীড়াপীড়ির পর সম্মত না হইয়া পারিলেন না।

॥ মেলামেশার প্রতিক্রিয়া ॥

ইনস্পেক্টরের স্ত্রী সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, সেরেস্তাদারের স্ত্রী ও কন্যারা আপদমস্তক স্বর্ণের অলঙ্কারে সজ্জিতা। ঘরের মধ্যেও বিছানা-পত্র ও অন্যান্য আসবাব-পত্র প্রচুর পরিমাণে মৌজুদ রহিয়াছে। রান্নাবান্নার জন্য একজন নয়, দুই তিন জন করিয়া চাকর রহিয়াছে। বিবি সাহেবা নিজ হস্তে কোন কাজ করেন না। বসিয়া বসিয়া কেবল সকলের উপর শাসন চালান।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাহারও চক্ষু খুলিল। ভাবিতে লাগিল, সেরেস্তাদার সাহেবের বেতন আমার সাহেবের বেতন হইতে কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি এত জাঁক-জমকের সহিত জীবনযাপন করেন। পক্ষান্তরে আমার সাহেব এত মোটা অঙ্কের বেতন পায়; তাসত্ত্বেও আমার ঝামেলার অন্ত নাই। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সে কোর্ট ইনস্পেক্টর সাহেবের উপর ভীষণরূপে ক্ষেপিয়া গেল। তুমি আমাকে সর্বদাই কষ্টের মধ্যে রাখ। যাহারা তোমার চেয়ে কম বেতন পায়, তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

বিবিরা আমার চেয়ে অনেক সুখে বসবাস করে। আমার উপর এত বিপদ! আমি রান্নাবান্না করিতে পারিব না, আর কোন দিন আটাও পিষিব না। পাচিকা রাখিয়া লও। শুধু তাহাই নহে—সেরেস্তাদারের বিবির ন্যায় আমাকেও উত্তম পোশাক ও অলঙ্কার দিতে হইবে। অবশেষে স্বামী বেচারাকে বাধ্য হইয়া স্ত্রীর প্রত্যেকটি আদেশ পালন করিতে হইল।

কামেল শায়খের সংসর্গের গুণ এই যে, এক মিনিটের মধ্যেই উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অতএব, মহিলাদিগকে এ ব্যাপারে শায়খে কামেল বলিতে হইবে। তাহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্যদিগকে নিজেদের ন্যায় বানাইয়া ফেলিতে পারে।

এর কিছু দিন পর এলাহাবাদে ইনস্পেক্টর সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, জনাব, "শায়খে কামেলের" সংসর্গের এত গভীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল যে, আমার বহু দিনকার সংসর্গের প্রভাব মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন আগের দান-খয়রাত কিছুই চলে না। সম্পূর্ণ বেতন খরচ হওয়ার পরও সংসারের প্রয়োজন পুরাপুরি মিটে না। দিবারাত্র কেবল অলঙ্কারের ফরমায়েশ এবং কাপড়চোপড় ও বাসনপত্রের বায়না। বর্তমানে নিজস্ব বাড়ী নির্মাণ করার ফরমায়েশ পূর্ণ করিতেছি। এই সব কারণেই আমার মতে মহিলাদিগকে পরস্পরে মেলামেশা করিতে দেওয়া উচিত নহে। খরবুযার সংসর্গে অন্য খরবুযার রং পরিবর্তিত হয়।

نخست موعظت پیر صحبت ایں ست + کہ از مصاحب نا جنس احتراز کنید

(নুখুস্ত মাওয়েযাতে পীরে ছোহ্‌বত ঈ সুখুন আস্ত
কেহ্ আয মুছাহিবে নাজিন্‌স এহ্‌তেরায কুনেদ)

অর্থাৎ, 'শায়খের প্রথম নছীহত এই যে, অসমপর্যায়ের লোকদের সঙ্গ হইতে বিরত থাক।'

মহিলাদের দোষ-ত্রুটি

বরং নিকটে থাকারও প্রয়োজন নাই। খরবুযাকে দেখিয়াই অন্য খরবুযা রং ধরিতে পারে। মহিলাদের দৃষ্টি এত প্রখর যে, দোহাই খোদার! কোন মহফিলে যাওয়া মাত্রই সকলের অলঙ্কার ও পোশাকের উপর নযর বুলাইয়া লয়। দশ বিশ জন পুরুষ এক স্থানে বসিয়া উঠিয়া গেলে একে অপরের পোশাক বলিতে পারে না; কিন্তু পাঁচ শতজন মহিলা একত্রিত হইলেও একজন অন্যজনের পূর্ণ অবস্থা, গলা ও কানের অলঙ্কার ইত্যাদি সবকিছুই জানিয়া ফেলে। ইহার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেখে, তাহার দৃষ্টিও প্রখর, দ্বিতীয়তঃ, অপর পক্ষও দেখাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। হাত ও পায়ের অলঙ্কার এমনিতেই প্রত্যেকে দেখিতে পারে। ইহার জন্য ব্যস্ততার প্রয়োজন হয় না। তবে গলা ও কানের অলঙ্কার ওড়নার কারণে ঢাকা

www.BANGLAKITAB.com

থাকে। এজন্য কখনও কান চুলকাইবার বাহানায় ওড়না হটাইয়া দেওয়া হয়, কখনও গরমের অজুহাতে গলা খোলা রাখা হয়—যাহাতে সকলেই গলা ও কানের অলঙ্কারগুলি দেখিতে পায়।

মহিলারা মহ্‌ফিলে সকলের অলঙ্কার ও পোশাক দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়াই স্বামীকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে যে, আমাকেও এমন অলঙ্কার বানাইয়া দাও। আরও সর্বনাশের কথা এই যে, অপরের কাছে যে অলঙ্কারটি দেখিয়াছে, তাহা যদি পূর্ব হইতেই তাহার কাছে থাকে কিন্তু অন্য ডিজাইনের থাকে, তবুও অতিষ্ঠ করিতে শুরু করে যে, আমার অলঙ্কারটির ডিজাইন খুবই বিশ্রী। অমুকের ডিজানটি খুবই সুন্দর আমাকে ঐ রকম বানাইয়া দাও। এরপর স্বামী যদি হাজার বারও বুঝায় যে, শুধু মাত্র একটি ডিজাইন পরিবর্তন করানোর জন্য ইহাতে ভাঙ্গা গড়ার দুইটি ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, তবুও তাহারা কিছুতেই তাহা শুনিবে না।

অথচ টাকা-পয়সার হেফাযতের কারণেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা অলঙ্কার তৈরীর রীতি প্রচলন করিয়াছেন। উদাহরণতঃ, আমাদের কখনও চারি আনার প্রয়োজন দেখা দিলে তজ্জন্য টাকা ভাঙ্গাইয়া ফেলি, কিন্তু পাঁচ শত টাকার চুড়ি বিক্রয় করিতে পারি না। কাজেই বুঝা গেল যে, টাকা হাতে থাকে না; কিন্তু অলঙ্কার বানাইয়া রাখিলে টাকা সংরক্ষিত হইয়া যায়। অলঙ্কারের ইহাই হইল আসল উদ্দেশ্য। এই কারণেই গ্রামাঞ্চলে অলঙ্কারের প্রচলন বেশী। কারণ, গ্রামবাসীরা ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে জানে না। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে অলঙ্কারের সুশ্রী ও বিশ্রী হওয়ায় কিছু আসে যায় না; বরং বিশ্রী অলঙ্কার পরিধান করাই উত্তম—যাহাতে কাহারও দৃষ্টিতে ভাল না লাগে এবং কেহ উহার পিছনে না লাগে, তবে প্রথমবার বিশ্রীর পরিবর্তে সুশ্রীই বানাও। এরপর যেমনই হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। অলঙ্কার বার বার ভাঙ্গিলে গড়ার ক্ষতি ছাড়া স্বর্ণেরও অপচয় হয়। কেননা, স্বর্ণকার প্রত্যেক বার উহাতে কিছু না কিছু খাদ অবশ্যই মিশ্রিত করে। এই ভাবে দুই তিন বারে অলঙ্কারের মূল্য অর্ধেক কমিয়া যায়। কিন্তু মহিলাগণ এইসব কথা বুঝিবে কেন? তাহারা মনে করে, মজুর তো আছেই, আনিয়া তো দিবেই। যাহা ইচ্ছা ফরমায়েশ দেওয়া যাইবে।

ইহার পরিণতি হিসাবে স্বামীকে বাধ্য হইয়া ঘুষ গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই মহিলাগণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষ লওয়ার কারণ। তাহাদের এইরূপ মনে করা উচিত নয় যে, পুরুষরাই উপার্জন সংক্রান্ত যাবতীয় গোনাহ্ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ মহিলারাও পুরুষদের সহিত আযাব ভোগ করিবে।

মহিলাগণ আরও একটি নিয়ম করিয়া লইয়াছে। তাহা এই যে, পুরুষগণ যখনই বিদেশ হইতে আসিবে, তখনই তাহাদের জন্য কিছু উপহার আনিতে হইবে

www.BANGLAKITAB.com

এবং পরিবারের খরচ চালাইবার জন্য যে টাকা দিয়া গিয়াছিল, উহার কোন হিসাব চাহিতে পারিবে না। কোন পুরুষ এত টাকা কোথায় খরচ হইল—ইহার হিসাব লইলে তৎক্ষণাৎ ফৎওয়া জারী হইয়া যায় যে, সে অত্যন্ত মন্দ পুরুষ—সামান্য সামান্য বিষয়েও হিসাব লয়। মহিলাদের মতে ঐ পুরুষই সর্বাধিক গুণসম্পন্ন, যে সম্পূর্ণ স্ত্রীভক্ত হয়। স্ত্রী কোন আদেশ দেওয়া মাত্রই তাহা পালন করে, স্ত্রীকে টাকা দিলে উহার হিসাব না চায়। মালের মহব্বতের কারণেই এইসব অনিষ্টের সৃষ্টি। মহিলাদের শিরা-উপশিরা মালের মহব্বতে পূর্ণ। উপার্জনক্ষেত্রে মহিলাদের এই সব গোনাহ্ বর্ণিত হইল।

মালের হেফাযতের ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, প্রথমতঃ অধিকাংশ মহিলা মালের যাকাত দেয় না। কারণ ইহাতে টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে। কোন কোন সময় অলঙ্কারের যাকাত পুরুষ এবং স্ত্রী কেহই দেয় না। পুরুষ বলে, অলঙ্কার স্ত্রীর এবং স্ত্রী বলে অলঙ্কার পুরুষের। আমি কেন যাকাত দিব? যাহার মাল, সে-ই যাকাত দিবে। এই সব বাহানা করিয়া খোদার শাস্তি হইতে কেহই রেহাই পাইবে না। দুইজনের মধ্যে একজন অবশ্যই অলঙ্কারের মালিক। কাজেই যে মালিক, তাহার যিম্মায় যাকাত ওয়াজেব। উভয়েই মালিক হইলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশের যাকাত দিবে। (বাস্তবক্ষেত্রে কেহই অলঙ্কারের মালিক না হইলে তাহা খোদার মাল। উহা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ন্যায় কোনও মসজিদ কিংবা মাদ্রাসায় ব্যয় করা উচিত। অথবা শরীকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া কর্তব্য।)

কোন কোন মহিলা পুরুষের অজ্ঞাতে টাকা পুঁজি করে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের ধারণা থাকে এই যে, স্বামী আগে মরিয়া গেলে এই টাকা তাহাদের উপকারে আসিবে। তাই সাংসারিক খরচ বহনের জন্য তাহাদিগকে মাসে ৪০.০০ টাকা দিলে উহা হইতে ২০.০০ টাকা খচর করে এবং ২০'০০ টাকা জমা রাখে। (এরপর ঘটনাচক্রে স্বামী আগে মারা গেলে এই সঞ্চিত পুঁজি তাহাদের অধিকারেই থাকিয়া যায়। কেহ ইহার কথা জানিতেও পারে না। খবরদার, ইহা না-জায়েয। টাকা-পয়সা পুঁজি করিতে হইলে স্বামীকে জানাইয়া করা উচিত। স্বামীর মরণ শয্যায় পতিত হওয়ার পূর্বেই ঐ টাকা নিজের নামে দান করাইয়া লও। এইভাবে ইহা তোমাদের মালিকানায় চলিয়া আসিবে। নতুবা উহা সকল ওয়ারিশদের হক। স্ত্রীর একা উহার মালিক হওয়া হারাম।)

কোন কোন মহিলা টাকা পুঁজি করিয়া স্বামীর অজ্ঞাতে তাহা বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। কোন বাহানায় পিতাকে দিয়া দেয় কিংবা মা-বোনকে দিয়া দেয়, ইহাও কঠোর পাপ। স্বামীর ধন-সম্পদে স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের শরীয়ত মতে কোন হক নাই। তাহাদিগকে দিতে হইলে স্বামীর মত লইয়া দেওয়া উচিত। তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

মত লইতে চাহিলে তাহারা সাধারণতঃ এতই উদারপ্রাণ যে, প্রয়োজন মাফিক দিতে প্রায়ই তাহারা অসম্মতি প্রকাশ করিবে না। স্বামী স্ত্রীকে কোন মালের মালিক বানাইয়া দিলে তাহা অনুমতি ছাড়াই ব্যয় করা জায়েয। পক্ষান্তরে কোন দান না করিয়া সংসারের খরচের জন্য দিলে কিংবা জমা রাখিতে দিলে, তাহা বিনানুমতিতে ব্যয় করা কিছুতেই জায়েয নহে—এমন কি, ভিক্ষুককে দেওয়াও না-জায়েয। তবে স্বামী যদি অনুমতি দিয়া থাকে যে, কিছু কিছু ভিক্ষুককে দান করিও, তবে সাধারণতঃ ফকীরকে যে পরিমাণ দেওয়া হয়, ঐ পরিমাণ দেওয়া জায়েয।

॥ মহিলা ও চাঁদা ॥

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, মহিলাগণ চাঁদার ব্যাপারে যারপরনাই মুক্তহস্ত। কোন ওয়াযে দান-খয়রাতের ফযীলত শুনা মাত্রই তাহারা গায়ের অলঙ্কার খুলিতে শুরু করে। স্মরণ রাখ, যেসব অলঙ্কার একমাত্র তোমাদেরই মালিকানাধীন, তাহা দান করায় অন্যায় নাই; কিন্তু স্বামী যে সব অলঙ্কার শুধু পরিবার জন্য দিয়াছে, তাহা স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে দান করা জায়েয নহে। মহিলাগণ এ ব্যাপারে খুবই মুক্তহস্ত। যাহারা চাঁদা গ্রহণ করে, তাহারাও ব্যাপারটি তলাইয়া দেখে না। অধিকন্তু তাহারা অলঙ্কার আদায়ের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলাদের মহ্‌ফিলে ওয়ায করে।

একবার বলকান যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় করার উদ্দেশ্যে আমি মহিলাদের মধ্যে ওয়ায করিয়াছিলাম। আমি ওয়াযে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, মহিলাদের নিকট হইতে অলঙ্কার গ্রহণ করিব না। কোন পুরুষ অলঙ্কার লইয়া হাজির হইলে তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, এই অলঙ্কারটির মালিক তুমি নিজে, না তোমার স্ত্রী? স্ত্রী মালিক হইলে সে খুশী মনে দিয়াছে, না তোমার কথায়? সে খুশী মনে দিয়া থাকিলে এ সম্পর্কে তোমারও সম্মতি আছে কি না? জিজ্ঞাসাবাদের পর যদি জানা যাইত যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খুশী মনে দিতেছে, তবে তাহা গ্রহণ করা হইত।

মহিলাগণ প্রায়ই স্বামীর মাল ব্যয় করিতে যাইয়া মনে করে যে, স্বামী অনুমতি দিয়া দিবে। এইরূপ ঘটনার পর স্বামী মাঝে মাঝে চুপও থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে খুব রাগান্বিতও হয়। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটিও হইয়া যায়। একবার কানপুরে জনৈক মহিলা অনুমতি ছাড়াই স্বামীর মুরাদাবাদী হুক্কা একটি মাদ্রাসার সভায় ধার দিয়াছিল। এজন্য স্বামী স্ত্রীর সহিত খুব কঠোর ব্যবহার করিয়াছিল। মোটকথা, স্বামীর পরিষ্কার অনুমতি না লওয়া কিংবা অনুমতি দিবে বলিয়া প্রবল বিশ্বাস না থাকা পর্যন্ত চাঁদা হিসাবে মহিলাদের কোনকিছু দেওয়া উচিত নহে। স্বামীর মাল দান করার বেলায় এই মাসআলাটি প্রযোজ্য।

www.BANGLAKITAB.com

॥ স্বামীর সহিত পরামর্শ করার আবশ্যকতা ॥

আর যদি স্ত্রীর নিজস্ব মাল হয়, তবে উহা দান করিতে স্বামীর অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া লওয়া অবশ্যই উচিত। নাসায়ী শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوْزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِيْ مَالِهَا اِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا -

'অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ বিবাহের পর স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীর পক্ষে তাহার নিজস্ব মাল দান করা জায়েয নহে'। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, হাদীসে ব্যবহৃত مالها (স্ত্রীর মাল) শব্দের মধ্যে যে, اضافت (সম্বন্ধ) রহিয়াছে, তাহা সত্যিকারের اضافت নহে। তাহাদের মতে ইহা দ্বারা স্বামীর মালই বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু মহিলাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অসম্পূর্ণ। তাহাদের মালের ব্যাপারে তাহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তাহারা উহা যত্রতত্র ব্যয় করিয়া বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে। হুযূরের এই এরশাদের দ্বারা বুঝা যায় যে, এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে হুযূর (দঃ) তাহাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা নিজস্ব মালও নিজেদের খেয়ালখুশীমত ব্যয় করিও না। এ ব্যাপারে স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া লও। হাদীসের এই ব্যাখ্যা যুক্তির দিক দিয়া যথার্থ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে একটি মঙ্গলও নিহিত আছে। তাহা এই যে, এইভাবে পরামর্শ করিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি পাইবে। স্বামী এই ভাবিয়া স্ত্রীকে আরও বেশী ভালবাসিবে যে, আমার সহিত তাহার সম্পর্ক কত গভীর! নিজস্ব মালও আমার পরামর্শ ছাড়া ব্যয় করে না। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী নিজ পুঁজি পৃথক রাখে এবং নিজ খেয়াল খুশীমত তাহা কাজে লাগায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক প্রকার পরপর ভাব অনুভূত হয়। এই কারণে আমার মতে, হাদীসের মর্ম প্রকাশ্য অর্থেই বুঝিতে হইবে এবং مالها শব্দ দ্বারা "স্বামীর মাল" বুঝানোর কোন প্রয়োজন নাই।

قلت قال السندى فى تعليقه على النسائى وهو عند اكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج واخذ ماله بظاهره فى ما زاد على الثلث -

উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী যখন স্ত্রীকে নিজস্ব মালের ব্যাপারেও স্বামীর পরামর্শ লইতে হইবে, তখন স্বামীর মালের ব্যাপারে পরামর্শ লওয়ার প্রয়োজন হইবে না কেন? হাঁ, যদি এমন কোন ক্ষুদ্র জিনিস হয় যে উহাতে স্বামী অনুমতি দিবে বলিয়া দৃঢ় সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা দান করায় অসুবিধা নাই। ইহাও শুধু ভিক্ষুকদিগকে দেওয়ার বেলায় প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র জিনিষ দেওয়ার বেলায়ও যখন এতটুকু

www.BANGLAKITAB.com

সাবধানতা অবলম্বন করা অর্থাৎ অনুমতি দিবে বলিয়া বিশ্বাস থাকার শর্ত রহিয়াছে, তখন বাপ, মা ও বোন ভাইয়ের বাড়ীতে জিনিসপত্র দেওয়ার অনুমতি কিরূপে হইবে? কারণ, তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস দেওয়া হয় না। কোন মহিলা বাপ-মাকে একটি রুটি কিংবা রুটির টুকুরা দেয় না। তাহাগিকে নগদ টাকা কিংবা বস্ত্রজোড়া দেওয়া হয়—যাহা স্বামী জানিতে পারিলে হয়তো সহজেই মানিয়া লইবে না। এই কারণেই মহিলাগণ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে গোপনে গোপনে জিনিসপত্র পাচার করে, স্বামীকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেয় না। ফলে বেচারী স্বামী যাহাকিছু উপার্জন করে, সমস্তই অন্যের হাতে চলিয়া যায়।

॥ বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী ॥

পূর্বে বিচক্ষণ লোকদের অভিমত এইরূপ ছিল যে, গরীবের মেয়ে বিবাহ করা উচিত; কিন্তু এইসব ঘটনা দেখিয়া আজকাল অনেকেই বলে যে, গরীবের মেয়ে কিছুতেই ঘরে আনিতে নাই। কেননা, তাহারা পিতামাতাকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া স্বামীর সমস্ত মাল পাচার করিয়া দেয়। আমি অবশ্য এইরূপ পরামর্শ দেই না। তবে আমি বলিতে চাই যে, মহিলাদের অসাবধানতার কারণেই আজ জ্ঞানী ব্যক্তিরা গরীবের মেয়ে গ্রহণ করাকে দূষণীয় মনে করে। আমার অভিমত এই যে, সম অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির মেয়ে বিবাহ করা উচিত। নিজের চেয়ে বেশী ধনী ব্যক্তির মেয়ে বিবাহ করিলে সে লোভী হইবে না এবং স্বামীর মাল পাচার করিবে না সত্য; কিন্তু অহঙ্কারের কারণে তাহার দৃষ্টিতে স্বামীর কোন মান থাকিবে না। পক্ষান্তরে গরীবের মেয়ে বিবাহ করিলে সে লোভী হইবে—স্বামীর জিনিস-পত্র দেখিয়া তাহার মুখে লালা আসিবে এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেও জিনিসপত্র পাচার করিবে।

যাক, এই বিষয়টি অভিজ্ঞতার সহিত সম্পর্ক রাখে। আমার উদ্দেশ্য এই যে, মাল খরচ করার ব্যাপারে মহিলাগণ খুবই অসাবধান। যদ্দরুন আজ জ্ঞানিগণ চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, গরীব, ধনী ও সম অবস্থা সম্পন্ন—ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোকের মেয়ে বিবাহ করা উচিত।

মহিলাদিগকে অপব্যয় হইতে বিরত রাখার একটি বড় উপায় এই যে, মাল ও অলঙ্কার পত্র তাহাদের হাতে রাখিতে নাই। প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প সংখ্যক টাকা তাহাদের হাতে দিয়া অবশিষ্ট টাকা স্বামীর হাতেই রাখা উচিত। তদ্রূপ শুধু নাকে কানে লাগাইবার উপযুক্ত অলঙ্কার তাহাদের হাতে দেওয়া উচিত। অবশিষ্ট অলঙ্কার স্বামী নিজের কাছে রাখিবে। কোন সময় পরিধান করার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন দিবে এবং প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আবার ফেরত লইয়া রাখিয়া দিবে। এইভাবে তাহারা অপব্যয় করিতে এবং গোপনে কাহাকেও দিতে পারিবে না। এই পন্থা

www.BANGLAKITAB.com

অবলম্বন করিলে গরীবের কিংবা ধনীর মেয়ে বিবাহ করায় কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না।

॥ বিবাহ-শাদীর খরচ ॥

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের যুক্ত উদ্যোগে যে একটি অনর্থক খরচ করা হয়, তাহা হইল বিবাহ-শাদীর খরচ। ইহা যদিও যুক্ত উদ্যোগে সম্পন্ন হয়, তথাপি মহিলাগণই ইহাতে নেতৃত্ব দান করিয়া থাকে। বিবাহে কি কি খরচ হয়, পুরুষগণ তাহা জানে না। সব কিছু মহিলাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াই সম্পন্ন করা হয়। এ ব্যাপারে তাহারাই পরিচালিকা। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনকিছু করার সাধ্য কাহার ?

আমি কানপুরে দেখিয়াছি জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে বিবাহের বরযাত্রী আগমন করিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ীর কর্তা কিছুতেই বরযাত্রীদিগকে আসন দিতে পারিল না। ফলে পুরুষ মহলে অবশ্য কর্তা সাহেবের অপমানের সীমা ছিল না ; কিন্তু গৃহকর্ত্রী এই ভাবিয়া গর্বে ফুলিয়া উঠিতেছিল যে, দেখ, আমার ক্ষমতা কতদূর ! আমার অনুমতি ছাড়া বরযাত্রীরা আসনও পাইল না। এরপরও বিবাহে মহিলারা এমন নিরর্থক খরচের কোটা বাহির করে—যাহাতে স্বামী বেচারী তক্তা হইয়া যায়। স্বামী যদি কোন সময় বলে, একটু সাবধানে ও বুঝিয়া শুনিয়া ব্যয় কর, তবে বিবি নাক সিট্‌কাইয়া বলে, ভাল কথা, আমার কি ? আমি অল্প খরচেই কাজ চালাইয়া যাইব, কিন্তু সমাজে তোমার নাক কাটা না গেলেই চলে। নাক কাটার ভয়ে তখন পুরুষও আর কোন দ্বিরুক্তি করে না এবং মহিলাগণ স্বচ্ছন্দে টাকা বিনষ্ট করিতে থাকে। অথচ সাদাসিধাভাবে বিবাহ করিলে নাক কাটা যায়, ইহা শুধু তাহাদের ধারণাই ধারণা। সাদাসিধা বিবাহ কার্যে নাক কাটা যাইতে আমি কোথাও দেখি নাই ; বরং বেশী ধুমধামের সহিত বিবাহ করিলেই সর্বদা নাক কাটা যায়।

হযরত মাওলানা মামলুক আলী ছাহেব (রঃ) তাঁহার বিধবা কন্যাকে অবিবাহিতা মেয়ের অনুরূপ ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বিধবা বিবাহকে সমাজে নাক কাটা অর্থাৎ চরম অপমানকর বিষয় মনে করা হইত। বিবাহের পর মাওলানা নাপিতকে আদেশ দিলেন যে, সমাজের লোকদিগকে আয়না দেখাইয়া আস। তাহারা দেখুক যে, তাহাদের নাক কাটা যায় নাই তো ?

এই কুসংস্কারের বিরোধিতা করায় মাওলানা সাহেবের ইজ্জত বিন্দু মাত্রও লাঘব হয় নাই। এক ব্যক্তি ধুমধামের সহিত বিবাহ করিলে তাহা দেখিয়া অন্যান্য মালদারের মনে হিংসার উদ্রেক হয়। তাহারা ভাবে যে, সে তো আমাদিগকেও পিছনে ফেলিয়া দিল। তখন তাহারা ব্যবস্থাপনায় ছিদ্র খুঁজিতে আরম্ভ করে। ঘটনাক্রমে কোথাও

www.BANGLAKITAB.com

সামান্য ত্রুটি থাকিয়া গেলে চতুর্দিকে ইহার সমালোচনা হইতে থাকে। কেহ বলে মিয়া, কি বলিব ? আমার ভাগ্যে তো হুক্কাও জুটিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, আমাকে তো কেহ একটি পানপাতা দিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না। তৃতীয় ব্যক্তি বলে, রাত্রি দুইটার পর কপালে খানা জুটিল। ক্ষুধায় মরার দশা আর কি! যখন ব্যবস্থাই করিতে পারিল না, তখন এত লোক দাওয়াত করার কি প্রয়োজন ছিল ? মোটকথা, নিমন্ত্রণকারী হতভাগার অজস্র টাকা বরবাদ হয়, কিন্তু সমাজীদের নাক সিটকানোই যায় না। মাঝে মাঝে হিংসায় কেহ রন্ধনের ডেগে এমন জিনিস ফেলিয়া দেয় যাহাতে খাদ্য নষ্ট হইয়া যায়। এরপর তাহা লইয়া যত্রতত্র আলোচনা করা হয়। এই ভাবে দাওয়াতকারী ব্যক্তির চূড়ান্ত বেইজ্জতি হয়। যদি সমস্ত ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খলারূপে সমাধা হইয়া যায়, তবে কেহ মন্দ না বলিলেও প্রশংসাও কেহ করে না।

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রাহ্ঃ) জনৈক মহাজনের গল্প বর্ণনা করিয়াছিলেন। সে মেয়ের বিবাহে খুব ধুমধাম করিয়াছিল। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করিয়াছিল। বরযাত্রী বিদায় হওয়ার সময় হইলে সে প্রত্যেককে এক একটি আশ্‌রফী দিল। তাহার ধারণা ছিল যে, আজ বরযাত্রীরা কেবল তাহারই প্রশংসা গাহিতে গাহিতে যাইবে। সে মতে নিজ প্রশংসা শুনিবার উদ্দেশ্যে সে বরযাত্রীদের গমন পথে একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাস্তা দিয়া বরযাত্রীদের গাড়ী যাইতে লাগিল। এক দুই করিয়া তিনটি গাড়ীই চলিয়া গেল; কিন্তু কাহারও মুখে কিছু শুনা গেল না। কেহই মহাজনের প্রশংসায় একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না। এইভাবে আরও অনেক-গুলি গাড়ী নীরবে রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। মহাজনের খুব রাগ হইল—এরা কেমন নেমকহারাম লোক! (বরং আশরফীকে হারাম বলা উচিত।) আমি তাহাদের জন্য এত এত টাকা ব্যয় করিলাম, আর এরা কি না আমার প্রশংসায় একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না!

অবশেষে সে ক্লান্ত হইয়া ঘরে ফিরার ইচ্ছা করিতেছিল—এমন সময় সর্বশেষ গাড়ীটি হইতে এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনা গেল। সে অপর একজনের সহিত বলিতে ছিল, আরে ভাই, লালাজী (মহাজন) তো খুব সাহস ও উদারতার পরিচয় দিলেন! প্রত্যেককেই একটি করিয়া আশ্‌রফী দিল! এই কথা শুনিয়া মহাজনের প্রাণে প্রাণ ফিরিয়া আসিল—যাক, পরিশ্রমের কিছুটা প্রতিদান পাওয়া গেল। কিন্তু অপর ব্যক্তি বলিল হুঁ, তুই যে কি বলিস। বেটা কন্‌যুস কিই আর বাহাদুরী দেখাইয়াছে ? তাহার ঘরে তো সিন্দুক ভরা আশরফী আছে। প্রত্যেককে দুইটি করিয়া দিলেই তাহার কি অভাব হইত ? বেটা তো মাত্র একটি করিয়াই আশ্‌রাফী বণ্টন করিল। এই উত্তর শুনিয়া মহাজন বিষণ্ণমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধুগণ, যতই খরচ করুন না কেন—প্রথমতঃ হিংসায় মানুষ উল্টা দুর্নাম রটাইবার চেষ্টা করে। ইহা না হইলে কমপক্ষে উপরোক্ত লালাজীর ন্যায় অবস্থার সম্মুখীন তো হইতেই হয়। অর্থাৎ আশরফী বণ্টন করিয়াও কনজুস উপাধি লইয়া ঘরে ফিরিতে হয়। আর যদি ইহাও না হয়, তবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় মানুষ এই কথা না বলিয়া ছাড়ে না যে, মিয়া, সে আর কি করিয়াছে? টাকা-পয়সা থাকিলে মানুষ কতকিছুই তো করে। তাই আমি বলি যে, যখন এতকিছু করিয়াও কিছু লাভ হয় না, তখন এগুলি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কবি বর্ণিত নিম্নোক্ত অবস্থা অবলম্বন করাই উত্তম ঃ

تَرَكْتُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى جَمِيعًا + كَذٰلِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ

'অর্থাৎ, আমি 'লাত' ও 'ওয্যা, (দেবতাদের) সকলকেই ত্যাগ করিয়াছি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই এইরূপ করিয়া থাকে।'

॥ মাল ব্যয়ের ব্যাপারে অনিষ্টকারিতা ॥

মহিলাদের একটি রোগ এই যে, তাহারা বিবাহ-শাদীর খরচ পুরুষদিগকে বলিয়া দেয়। এরপর পুরুষরা যখন জিজ্ঞাসা করে যে, এত অধিক ব্যয় করার সামর্থ্য কোথায়? তখন তাহারা বলে, টাকা ধার করিয়া লও। বিবাহের জন্য যে টাকা ধার করা হয়, তাহা অপরিশোধিত থাকে না। কোন না কোন উপায়ে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ হইয়া যায়। খোদা জানে, তাহারা ইহা কোথা হইতে জানিল যে, শাদী ও গৃহনির্মাণের ধার পরিশোধ হইয়া যায়—যদিও তাহা সুদের ধার হয় এবং অনাবশ্যক কাজে ব্যয় করা হয়। বন্ধুগণ, এই জাতীয় ধারের কারণে ভূ-সম্পত্তি পর্যন্ত নীলাম হইতে আমি দেখিয়াছি। এই অবস্থা দেখিয়া এখন সকলেই ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের চক্ষু এখনও পুরাপুরি খোলে নাই। এখনও অনেক কু-প্রথা প্রচলিত আছে। আজকাল শিরক্ বেদআতের কু-প্রথা হ্রাস পাইলেও পারস্পরিক গর্ব প্রকাশের কু-প্রথাগুলি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেমতে অলঙ্কার ও পোশাক পরিচ্ছেদে আজকাল পূর্বাপেক্ষা বেশী ব্যয় করা হয়। পূর্বে 'মশরু' (সিল্ক ও সূতার তৈরী এক প্রকার কাপড়)কেই উত্তম কাপড় মনে করা হইত; কিন্তু আজকাল রেশমী, 'কিংখাব' (মূল্যবান কাপড় বিশেষ,) যরী, তসর, সার্জ ইত্যাদি কত প্রকার উত্তম কাপড় আবিষ্কৃত হইয়াছে! বাসনপত্র, বিছানা, গালিচা ইত্যাদির ব্যাপারেও নানা প্রকার লৌকিকতা বিকাশ লাভ করিয়াছে। পূর্বে এই সকল উত্তম সাজ-সরঞ্জাম কেবল দুই-এক ব্যক্তির নিকট থাকিত। বিবাহ-শাদীতে সকলেই তাহাদের নিকট হইতে চাহিয়া কার্যোদ্ধার করিত।

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের এলাকায় জনৈক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নিকট একটি মুরাদাবাদী হুক্কা ও একটি বড় ফরশ ছিল। অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এগুলি ছিল না। বিবাহ শাদীর সময় ঐ হুক্কা ও ফরশ সবখানেই চাহিয়া চাহিয়া নেওয়া হইত। কিন্তু আজকাল প্রত্যেক দীন ও হীন ব্যক্তির ঘরে এইসব জিনিষ মৌজুদ রহিয়াছে। কাজেই এইসব লৌকিকতার মধ্যে আজকাল খুব বেশী টাকা-পয়সা নষ্ট হইতেছে। যদিও আজকাল অনেক আলেমই এইসব কু-প্রথা মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকে বুঝিয়াও নিয়াছে কিন্তু এখনও অনেক স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোক বাকী রহিয়া গিয়াছে।

জনৈক ব্যক্তি আমার লিখিত 'এছলাহুর রুসুম' (কু-প্রথার সংস্কার) পুস্তকখানিকে অদ্ভুত কাজে ব্যবহার করিয়াছে। উহা পাঠ করিয়া সে বলিত যে, আমরা অনেকগুলি প্রথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। খোদা এই পুস্তকের লেখকের মঙ্গল করুন, তিনি পুস্তকে সবগুলিই সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখন আমরা এই পুস্তকটি দেখিয়া সবগুলি প্রথাই পালন করিয়া থাকি। অথচ এই পুস্তকে প্রত্যেকটি প্রথারই খণ্ডন করিয়া উহার অপকারিতা দেখানো হইয়াছে। কিন্তু এই সাহেব উহাকে এমন অদ্ভুত কাজে ব্যবহার করিলেন।

ইহার উদাহরণ এইরূপ—যেমন কেহ কোরআন শরীফ হইতে কাফেরদের উক্তি-গুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লয়। যথা, إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তিন জনের তৃতীয়জন।' اَلْمَسِيْحُ بْنُ اللّٰهِ 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র' عُزَيْرُ بْنُ اللّٰهِ 'উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র।' اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا 'খোদা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন' مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ 'খোদা মানবের উপর কোনকিছু নাযিল করেন নাই।' سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ 'খোদার ন্যায় আমিও অতি সত্বর কিতাব নাযিল করিব।' ইত্যাদি। এইসব উক্তির খণ্ডনে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বর্জন করে। এরপর সে বলিতে থাকে যে, কোরআন পাঠ করায় আমার খুব উপকার হইয়াছে। পূর্বে কাফেরদের উক্তি জানা ছিল না। এখন সবই জানিয়া ফেলিয়াছি। কোরআন পাঠ করিয়া যাবতীয় কুফরী ওযীফা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি। এখন বলুন, এই ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতায় কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে কি? এছ্‌লাহুর-রুসুম কিতাব হইতেও পূর্বোক্ত ব্যক্তি এই ধরণের উপকার লাভ করিয়াছে।

তাই আমি বলি যে, এখনও কু-প্রথার পুরাপুরি সংস্কার করা হয় নাই; বরং এমন এমন উদ্ভট বুদ্ধিমান ব্যক্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ণনা ছিল যাহা মাল ব্যয়ের ব্যাপারে হইয়া থাকে। মোটকথা, মালের তিনটি স্তরে পুরুষ ও মহিলা উভয়

www.BANGLAKITAB.com

শ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা যেসমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, আমি সংক্ষেপে উহা ব্যক্ত করিয়া দিলাম।

॥ নেক বিবির পরিচয় ॥

পরিশেষে আরও বলিতেছি যে, মহিলারা সাহসিকতার পরিচয় দিলে অতি সত্বর এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর হইতে পারে। দুর না হইলেও হ্রাস অবশ্যই পাইবে। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি যে, অধিকতর ক্ষেত্রে মহিলাদের কারণেই পুরুষরা মাল সংক্রান্ত গোনাহে লিপ্ত হয়। যদি তাহারা সাহস করিয়া অলঙ্কার ও পোশাকের ফরমায়েশ কম করিয়া দেয় এবং পুরুষদিগকে বলিয়া দেয় যে, আমাদের কারণে হারাম উপার্জনে হাত দিও না, তবে অনেকটা সংশোধন হইতে পারে।

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)-এর কন্যার বিবাহ হইলে তাঁহার স্বামী মওলবী ইব্রাহীম সাহেব তখন ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন না। বেতনও বেশী ছিল না। ফলে অতিরিক্ত আমদানীর ব্যাপারে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন না। হযরত মাওলানা (রঃ)-এর ছাহেবযাদীপ্রথম দিনই স্বামীকে পরিষ্কার বলিয়া দিলেন যে, যতক্ষণ অতিরিক্ত আমদানী (ঘুষ) হইতে তুমি তওবা না করিবে, ততক্ষণ তোমার বাড়ীতে আমি খাদ্য গ্রহণ করিব না। মোটকথা, খোদার এই দাসী স্বামীর বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই তওবা করাইলেন এবং অঙ্গীকার করাইলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে কখনও ঘুষ গ্রহণ করিবেন না।

এই ছাহেবযাদী সম্বন্ধে হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, এই মেয়েটি খুব দরবেশ প্রকৃতির হইবে। সিপাহী বিদ্রোহের যমানায় হযরত হাজী ছাহেব একবার গাঙ্গুহ্ তশ্রীফ আনিয়াছিলেন। মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না। হাজী ছাহেব মাওলানার বাড়ীতেই অবস্থান করিলেন এবং ছাহেবযাদী ছাহেবাকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটি টাকা দেন। তিনি উহা লইয়া হাজী ছাহেবের পায়ের উপর রাখিয়া দিলেন। হযরত উহা আবার দিলেন। তিনিও আবার তাহাই করিলেন। কয়েকবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটার পর তিনি তাহা লইলেন। ইহাতে হযরত হাজী ছাহেব বলিলেন যে, মেয়েটি অত্যন্ত দরবেশ প্রকৃতির হইবে।

বাস্তবেও তিনি দরবেশ প্রকৃতির ছিলেন। ইহার একটি প্রমাণ তো এই যে, তিনি প্রথম দিনেই স্বামীকে ঘুষ হইতে তওবা করাইয়াছেন। অথচ তখন টাকা-পয়সার প্রতি মহিলাদের বেশী লোভ থাকে। বিশেষতঃ যে মহিলাকে পিতা-মাতার নিকট হইতে ধনীদের ন্যায় অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয় না। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রতি তাঁহার মনে এতটুকুও লোভ হইল না এবং দ্বীনের ভাবই প্রবল রহিল।

www.BANGLAKITAB.com

কান্ধলায় জনৈকা মহিলা ছিলেন। তাহার স্বামী ছিলেন তহ্‌শীলদার। মদ্য বিভাগের ব্যবস্থাপনাও তাহার যিম্মায় ছিল। এই বিবি ছাহেবা স্বামীর উপার্জন কোন দিন স্পর্শও করেন নাই বা উহা দ্বারা অলঙ্কারপত্রও তৈরী করান নাই। শুধু ইহাই নহে; বরং যত দিন স্বামীর সহিত চাকুরীস্থলে বাস করিতেন, তত দিন খাদ্য দ্রব্য লবণ ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু বাপের বাড়ী হইতে আনাইয়া লইতেন। এরপর তাহার ভদ্রতাও লক্ষ্য করুন, স্বামীর মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি স্বামীকে ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে দিতেন না।

আমাদের এলাকায় কান্ধলা শহরের জনৈকা মহিলা ছিলেন। তাঁহার স্বামীর নিকট কিছু সম্পত্তি বন্ধক ছিল। তিনি উহার আমদানী নিজ সংসারে ব্যয় করিতেন কিন্তু তাঁহার বিবি বন্ধক সম্পত্তির আমদানী হইতে একটি কণাও কোন দিন আহার করেন নাই। আমি ঠিকই বলি যে, কোন কোন মহিলা পুরুষদের চেয়েও বেশী মজবুত হইয়া থাকে। কোন কোন মহিলা বলে যে, আমরা অপারগ। স্বামী যাহা আনে বাধ্য হইয়া তাহাই আহার করিতে হয়। আমার মতে ইহা তাহাদের দুর্বল বাহানা বৈ কিছুই নহে। তাহারা অলঙ্কার ও পোশাকের ফরমায়েশ বন্ধ করিয়া দিলে অনেক পুরুষ আপনাআপনিই ঘুষ হইতে তওবা করিবে। এরপরও কেহ ঘুষ গ্রহণ করিলে মহিলাগণ সাহস করিয়া বলিয়া দিক্ যে, আমাদের কাছে শুধু হালাল অর্থ আনিতে হইবে, ঘুষের অর্থ আনিতে পারিবে না। নতুবা আখেরাতে আমি তজ্জন্য তোমার আঁচল ধরিয়া রাখিব। এইরূপ বলার পর দেখিতে পাইবেন, কত সত্বর তাহাদের সংশোধন হইয়া যায়।

আমার পরিবারের বড়দের মুখে শুনিয়াছি যে, আম্মাজান (মরহুমা) গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া আব্বাজানের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, হয় ইহাদের যাকাত দাও, নতুবা ইহা নিজের কাছে রাখ—আমি এগুলি পরিধান করিব না। অবশেষে আব্বাজান বাধ্য হইয়া সমস্ত অলঙ্কারের যাকাত দিলেন। এরপর আম্মাজানও অলঙ্কার পরিধান করিলেন।

মহিলাগণ এইরূপ করিলে আপানাআপনিই পুরুষদের সংশোধন হইয়া যাইবে। কেননা, মাঝে মাঝে যেমন পুরুষ দ্বারা মহিলার সংশোধন হয়, তদ্রূপ মহিলা দ্বারাও পুরুষের সংশোধন হইতে পারে। নেক বিবি তাহাকেই বলা হয়—যে পুরুষকে ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে সাবধান বানাইয়া দেয়। স্বামীকে অসাবধান বানাইয়া দেওয়া নেক বিবির পরিচয় নহে।

॥ আওলাদের পাপ বোঝা ॥

উপরোক্ত আলোচনা মালের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল। এখন অপর আলোচনা সাপেক্ষ অংশটি বাকী রহিল। অর্থাৎ, আওলাদ সংক্রান্ত আলোচনা। আওলাদের

www.BANGLAKITAB.com

বেলায়ও তিনটি স্তর রহিয়াছে এবং প্রত্যেক স্তরেই আমাদের দ্বারা বিভিন্ন গোনাহ্ হইয়া থাকে। সংক্ষেপে তাহাও শুনিয়া লউন।

সর্বপ্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে অধিকাংশ লোক বিশেষ মহিলাগণ বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। কোথায়ও তাবিয-কবযের সাহায্য লওয়া হয়। এগুলি শরীয়ত সম্মত কি না এদিকে কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না। কোন কোন মহিলা এ ব্যাপারে আরও বেশী দুঃসাহসের পরিচয় দেয়। তাহাদিগকে কেহ যদি বলে যে, অমুকের সন্তান মারিয়া ফেলিলে তোমার গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তবে তাহারা ইহা করিতেও দ্বিধা করে না। মাঝে মাঝে কাহারও সন্তানের উপর (হোলী, দীপালী ইত্যাদি উৎসবের সময়) যাদু করাইয়া দেয় কিংবা নিজেই করায়। কোন কোন মূর্খ মহিলা শীতলার পূজা করে। সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে কোন সময় চৌরাস্তার মধ্যে কিছু রাখিয়া দেয়। এমন মায়ের গর্ভে মাঝে মাঝে এমন পিশাচ ছেলে জন্মগ্রহণ করে যে, বয়স্ক হওয়ার পর তাহার অত্যাচারে মা-বাপ অতিষ্ট হইয়া যায়। তখন যে ছেলের আশায় হাজার হাজার গোনাহ্ করিয়াছিল, তাহাকেই অসংখ্যবার বদ-দোআ দিতে থাকে।

মান্নতের সন্তানকে খুব বেশী আদর করাও তাহার খারাপ হওয়ার একটি বড় কারণ। শৈশবেই তাহার চরিত্র খারাপ করিয়া দেওয়া হয়। সে কাহাকেও গালি দিলে কিংবা কাহাকেও মারপিট করিলে কেহ তাহাকে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত বলে না। বলা দূরের কথা, কোন কোন মহিলা মনে মনে কামনা করে যে, তাহাদের ছেলে গালি দেওয়ার উপযুক্ত হউক।

জনৈকা মহিলা মান্নত করিয়াছিল, যদি আমার ছেলে হয় এবং সে মার-গালি খাইয়া বাড়ীতে আসে, তবে আমি পাঁচ টাকার মিষ্টান্ন বণ্টন করিব। এইসব মহিলা সন্তানকে গালি দিতে কি ছাই বিরত রাখিবে? এমন ছেলে বড় হইয়া স্বয়ং মাতাকেই গালির মাধ্যমে স্মরণ করে। কোন কোন ছেলে এমন জল্লাদ প্রকৃতির হয় যে, বিবির কারণে মাকে লাঠি দ্বারা জর্জরিত করিতে দ্বিধা করে না। তখন মার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা মাটিতে মিশিয়া যায়। মোটকথা, সন্তানের জন্মের ব্যাপারে এইসব গোনাহ্ করা হয়।

এখন সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরবর্তী অবস্থা শুনুন। জন্মলাভের পর সন্তানের অসুখ-বিসুখ লাগিয়াই থাকে। আজ কানে বেদনা, নাকে কষ্ট, কাল কাশি, জ্বর ইত্যাদি। এই জাতীয় রোগে সকলেই ভোগে, কিন্তু ইহাতে ছোট শিশুদের খুব বেশী যত্ন নেয়া হয়। তাহাদের জন্য আমলকারী ব্যক্তি ডাকা হয়। সামান্য কারণেই তন্ত্রমন্ত্র ও টোট্‌কা চিকিৎসার আশ্রয় লওয়া হয়। কেহ এইসব না করিলেও সন্তান প্রসবের পর নামায না পড়ার গোনাহে প্রায় সকল মহিলাই লিপ্ত হইয়া পড়ে। কেহ

www.BANGLAKITAB.com

নামায পড়িতে বলিলে তাহারা উত্তরে বলে যে, ছোট ছেলেপিলে লইয়া নামায পড়া কিরূপে সম্ভবপর? সর্বদাই কাপড় নাপাক থাকে। কোন সময় পায়খানা করিয়া দেয় এবং কোন সময় প্রস্রাব করিয়া দেয়। কাপড় বদলাইয়া লইলেও নামায পড়ার অসুবিধা দূর হয় না। কারণ, শিশু কোল হইতে নামিতেই চায় না। নামাযের জন্য তাহাকে সরাইয়া রাখিলে কান্নাকাটি ও চীৎকার জুড়িয়া দেয়। তাহারা আরও বলে, মৌলবীদের তো ছেলেপিলে হয় না, তাহারা এই বিপদের কথা কি জানে? তাহারা তো কেবল নামাযের জন্য তাকিদ করিতেই জানে।

আমি বলি, মৌলবীদের ছেলেপিলে হয় না ঠিক, কিন্তু তাহাদের বিবিদেরও কি ছেলেপিলে হয় না। যাইয়া দেখ, তাহারা কেমন নিয়মানুবর্তিতার সহিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে। আল্লাহ্‌র কোন কোন বাঁদী নামাযের পর তেলাওয়াতে কোরআন, মোনাজাতে মকবুল, এমনি কি, এশ্‌রাকের নামায পর্যন্ত রীতিমত পড়িয়া থাকে। তাহাদের কি সন্তান নাই? কেবল তোমাদের সন্তানই এমন আলালের ঘরের দুলাল যে, তাহাদিগকে লইয়া নামায পড়া যায় না।

আমি আরও বলি যে, যখন তোমাদের শিশু কান্নাকাটি করে এবং কোল হইতে কিছুতেই নামিতে চায় না, তখন স্বয়ং তোমাদের পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিলে কি করিবে? তখন কি ছেলেকে পালঙ্কের উপর কান্নারত অবস্থায় রাখিয়া পেশাব-পায়খানা করিতে যাইবে না? নিশ্চয়ই যাইবে এবং সকলেই যায়। সেখানে মাঝে মাঝে অনেক দেরীও হইয়া যায়। ছেলের কান্নাকাটির প্রতি তখন ভ্রূক্ষেপও করা হয় না। এখন জিজ্ঞাসা করি, পেশাব-পায়খানার জন্য তোমরা যতটুকু কর, নামাযের জন্য ততটুকুও করিতে পার না কি? আফ্‌সোস, তোমরা শুধু অনর্থক ওযর পেশ করিয়া থাক।

আমার তৃতীয় কথা এই যে, মানুষ যখন কোন কাজ করার সঙ্কল্প করিয়া ফেলে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে অবশ্যই সাহায্য করেন। যে সব মহিলা উপরোক্তরূপ বাহানা করে, তাহারা নামায আরম্ভ করিয়া দেখুন—খোদা চাহে তো তাহা খুব সহজ হইয়া যাইবে। দুঃখের বিষয়, আজকাল মহিলারা নামায পড়ার সঙ্কল্পই করে না। কাজেই না করার জন্য শত বাহানা উপস্থিত হয়। নতুবা সঙ্কল্প এমন জিনিস যে, যে ব্যক্তি বৃষ্টি কিংবা শীতাধিক্যের কারণে বিছানা হইতে উঠিয়া পানি পান করিতে পারে না, তাহার নিকট যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নির্দেশ পৌঁছে যে, অমুক স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর, তবে সে দুই মাইলও পায়ে হাঁটিয়া তথায় পৌঁছিতে পারে। তখন তাহাকে দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে যে, তাহার মধ্যে এই শক্তি কোথা হইতে আসিল? আমার মতে, ইহা সঙ্কল্পেরই শক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতেই সাহায্য করার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

॥ কাযার কাফ্ফারা ॥

বন্ধুগণ, মহিলারা নামায পড়ার সঙ্কল্পই করে না, নতুবা উহা কঠিন কাজ নহে। আমি একটি তদবীর বলিয়া দিতেছি। ইহা পালন করিলে সত্বরই নামাযের পাবন্দী হাছিল হইবে। তদবীরটি এই যে, এক ওয়াক্তের নামায কাযা হইয়া গেলেই এক ওয়াক্ত উপবাস কর। এরপর কখনও নামায কাযা হইবে না। কেহ বলিতে পারে যে, উপবাস দ্বারা নামাযের পাবন্দী হইবে, কিন্তু উপবাসের পাবন্দী কিরূপে হইবে? ইহারও তদবীর বলিয়া দেওয়া উচিত। কেননা, উপবাস নামায অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। কে ইহা করিতে পারিবে? ইহার উত্তরে আমি বলিব যে, উপবাসে কোনকিছু করিতেই হয় না; বরং কয়েকটি কাজ হইতে নিজেকে বিরত রাখিতে হয়। কোন কাজ না করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কাজ করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু কাজ না করা মুশকিল হইবে কেন?

কেহ এই তদবীরটি পালন করিতে না পারিলে সে নিজের উপর কিছু আর্থিক জরিমানা নির্দিষ্ট করিয়া লউক। যেমন এক ওয়াক্ত নামায কাযা হইয়া গেলে এত পয়সা খয়রাত করিব। অথবা নামায নির্দিষ্ট করিয়া লউক। উদাহরণতঃ এক নামায কাযা হইয়া গেলে তজ্জন্য জরিমানাস্বরূপ দশ রাকআত নামায পড়িবে। এইরূপ করিতে থাকিলে কিছু দিনের মধ্যেই নফস ঠিক হইয়া যাইবে। (ইনশাআল্লাহ্) আমল করিয়া দেখুন।

॥ ভবিষ্যতের ভ্রান্ত-চিন্তা ॥

তৃতীয় ভুলটি হইল আওলাদের ভবিষ্যৎ-চিন্তা। ইহাতে মানুষ অনেক ভুল-ত্রুটি করিয়া থাকে। প্রথমতঃ সমস্ত সম্পত্তি ছেলেদের নামে লিখিয়া দেয় এবং মেয়েদিগকে বঞ্চিত করিয়া দেয়। নিঃসন্দেহে ইহা কঠিন পাপ কাজ। তদুপরি মজার ব্যাপার এই যে, ঐ সম্পত্তি সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম উপায়ে অর্জন করা হয়। ইহা আরও একটি পৃথক পাপ। এরপর জীবদ্দশাতেই আওলাদের নামে দাখিলা ইত্যাদি করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলাফল তাহারা দুনিয়াতেই এইভাবে দেখে যে, সম্পত্তির মালিক হইয়া কোন সময় আওলাদ মাতাপিতাকে একটি দানা পর্যন্ত খাইতে দেয় না। মৃত্যুর পর পিতামাতার নামে সওয়াব পৌঁছানো দূরের কথা, কেহ ভুলেও তাহাদের নাম লয় না। তবে দুই চারি দিন সমাজের লোকদিগকে দেখাইবার জন্য যৎসামান্য ব্যয় করা হয়। রিয়ার নিয়তে করার দরুন ইহাতে পিতামাতার কোন উপকার হয় না। নিজের উপর হইতে অপবাদ ও তিরস্কার দূর করাই ইহার উদ্দেশ্য থাকে।

এই অমনোযোগিতার পর তাহার পিতাকে ভুলিয়া পিতার সঞ্চিত সম্পত্তি স্বীয় আরামের জন্য ব্যয় করে না। ইহা করিলেও পিতামাতার উদ্দেশ্য কিছুটা

www.BANGLAKITAB.com

হাছিল হইত। ইহার পরিবর্তে পিতামাতার টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি বেশ্যা, গায়িকা ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রাণ খুলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। পিতামাতা বিপদাপদ সহ্য করিয়া, পেট কাটিয়া, ঈমান হারাইয়া এবং মাথার উপর পাপের বোঝা লইয়া সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিল; কিন্তু সাহেবযাদা উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল না; বরং সমস্তই নিকৃষ্ট কাজে উড়াইয়া দিল। (কেন এরূপ হইবে না? حرام حرام بود بجائے حرام رفت—হারাম মাল ছিল, হারাম স্থানেই পৌঁছিয়াছে।)

এই কারণেই জনৈক বুযুর্গ এরশাদ করেন, আওলাদের জন্য কোনকিছু সঞ্চিত করিও না। কারণ, আওলাদ হয় খোদার দোস্ত ও অনুগত হইবে, না হয় শত্রু ও অবাধ্য হইবে। দোস্ত ও অনুগত হইলে খোদা আপন দোস্তদিগকে নষ্ট করেন না। তাহাদের জন্য তোমার ভাবনা করার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে যদি তাহারা খোদার শত্রু ও অবাধ্য হয়, তবে খোদার অবাধ্যতায় তাহাদের সাহায্য করা সমীচীন নহে।

বাস্তবিকই উক্তিটি চমৎকার বটে। কিন্তু আমি সকলকেই এরূপ হইয়া যাইতে বলি না। ইহা উপরোক্ত বুযুর্গের বিশেষ অবস্থা ছিল। ঐ অবস্থাতেই তিনি সকলকে ইহার তা'লীম দিয়াছেন। হাদীস শরীফে মাল সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহ দান করিয়া বলা হইয়াছে যে, আপন সন্তানদিগকে নিঃস্ব ছাড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা মালদার রাখিয়া যাওয়া উত্তম। অতএব, আওলাদের জন্য কিছু সঞ্চিত মাল রাখিয়া দুনিয়া ত্যাগ করা মন্দ নহে। তবে অন্যের গলা কাটিয়া তাহাদের জামা সেলাই করা উচিত নহে। অর্থাৎ ঘুষ, সুদ এবং গরীবের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করা সমীচীন নহে। কেহ এই সকল অন্যায় কর্ম না করিলেও অপর একটি অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। তাহা এই যে, মেয়েদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি ছেলেদের নামে লিখিয়া দেয়।

এইগুলিই হইতেছে আমাদের মাল ও আওলাদ সংক্রান্ত গোনাহ্। আমি সংক্ষেপে এইগুলিই বর্ণনা করিয়াছি। ইহাতে আপনি অবগত হইয়া থাকিবেন যে, মাল ও আওলাদই অধিকাংশ গোনাহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে হক তা'আলা আয়াতে এরশাদ করেন: হে মুসলমানগণ? এই মাল ও আওলাদ যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র অর্থাৎ আনুগত্য হইতে গাফেল করতঃ গোনাহে লিপ্ত না করিয়া দেয়। যাহারা ইহাদের কারণে গোনাহে লিপ্ত হইয়া যায়, তাহারা নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ ক্ষতিগ্রস্ত লোকগণ ॥

আয়াতে কি চমৎকার শব্দ এরশাদ করা হইয়াছে: فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'অর্থাৎ, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এরূপ ব্যক্তি লাভের বস্তুতে ক্ষতি অর্জন করিবে। এই ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাল ও আওলাদ স্বয়ং

www.BANGLAKITAB.com

ক্ষতিকর বস্তু নহে ; বরং গোনাহের কারণ হইয়া না দাঁড়াইলে প্রকৃতপক্ষে এগুলি লাভদায়ক বস্তু। কারণ, যে কোন লোকসানকেই خسار বা ক্ষতি বলা হয় না ; বরং মুনাফা তথা লাভের বস্তুতে লোকসান হওয়াকেই خسار বলা হয়। মোটকথা, এইসব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত এবং লোকসানদায়ক কাজে লিপ্ত।

স্থানকাল উল্লেখ না করিয়া আয়াতে শুধু ক্ষতির কথা উল্লেখিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, শুধু আখেরাতেই নহে ; বরং দুনিয়াতেও তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা, যাহারা মাল ও আওলাদকে অত্যধিক ভালবাসে, ঐ ভালবাসাই তাহাদের প্রাণের শান্তির জন্য কাল হইয়া দাঁড়ায় এবং এই মাল ও আওলাদই তাহাদিগকে গোনাহে লিপ্ত করে। মালের মহব্বত যে প্রাণের শান্তির জন্য কালস্বরূপ, তাহা কাহারও অজানা নহে। কিরূপে টাকা-পয়সা বাড়ানো যায়, দিবারাত্র কেবল এই চিন্তাই মাথায় ঘুরপাক খাইতে থাকে। আজ এত এত টাকা আছে, আগামীকাল এত টাকা হওয়া দরকার। এরপর নিজের জানকে বিপদে ফেলিয়া টাকা সঞ্চয় করা হয়। এরপর ঠিক স্থানে আছে কি না, রাত্রিকালে তাহা বারবার দেখা হয়। চোরের ভয়ে রাত্রির পর রাত্রি চক্ষু হইতে নিদ্রা উধাও হইয়া যায়। আওলাদ যে প্রাণের শান্তির পক্ষে বোঝা স্বরূপ তাহা বুঝিবার জন্য একটি গল্প বলিতেছি। আমি দেশের শাসকশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তির কন্যার অবস্থা জানি। তিনি আপন সন্তানদিগকে যারপর নাই ভালবাসিতেন। এমন কি, রাত্রিবেলায় তিনি সকলকে লইয়া একসঙ্গে শয়ন করিতেন। কোন সন্তান দূরে থাকিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। সন্তানদের সংখ্যা যখন বাড়িয়া গেল এবং এক পালঙ্কে স্থান সংকুলান হইল না, তখন তিনি পালঙ্কে শয়ন করার অভ্যাস ত্যাগ করিলেন। সকলকে লইয়া মাটিতেই বিছানা পাতিয়া নিদ্রা যাইতেন। ইহাতেও মনে শান্তি আসিত না। ফলে কাহারও উপর হাত এবং কাহারও উপর পা রাখিয়া দিতেন। রাত্রে বারবার জাগ্রত হইয়া সন্তানদের অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইতেন।

এরূপ মহব্বত আযাব নয় তো কি ? এরপর যদি ভাগ্যে ঈমানও না জুটে, তবে উভয় জাহানেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই কারণে হক তা'আলা বলেন :

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

'তাহাদের (মুনাফিকদের) মাল ও আওলাদ যেন আপনাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু চান যে, এইসব জিনিস দ্বারা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনেও শাস্তির মধ্যে পতিত রাখেন এবং কুফর অবস্থায়ই তাহাদের প্রাণ-বায়ু নির্গত হইয়া যায়।'

www.BANGLAKITAB.com

কেননা, তাহারা দুনিয়া ও আখেরাতে এতদুভয়ে কোথাও শান্তি পায় নাই। আর ঈমানদার হইলে কেবল দুনিয়াতেই হয়ত অশান্তি হইতে পারে। তাহাদের আখেরাত খোদা চাহে তো শান্তি ও সুখময় হইবে। মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, সময়ে মাল ও আওলাদ গোনাহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতি সীমিত হউক কিংবা অসীম। পক্ষান্তরে যাহারা মাল ও আওলাদকে সীমিত পর্যায়ে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ তা'আলার হককে প্রাধান্য দেয়—উহা নষ্ট করে না, তাহারা সর্বদাই আনন্দ উপভোগ করে। এখন বক্তব্য শেষ করিতেছি। দোআ করুন, খোদা তা'আলা আমাদিগকে যেন তাঁহার স্মরণ হইতে গাফেল না করেন এবং মাল ও আওলাদকে আমাদের জন্য ফেৎনার কারণ না বানাইয়া দেন। আমীন!

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله

واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

www.BANGLAKITAB.com

আশার উৎস

দুনিয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকার প্রতি ভীতিপ্রদর্শন ও আখেরাতের প্রস্তুতির প্রতি উৎসাহদান সম্পর্কে এই ওয়ায ১লা জমাদাস সানী রবিবার ১৩৩৫ হিজরীতে ৫০০ শ্রোতার সম্মুখে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা যাফর আহমদ ছাহেব ওছমানী ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

•

নেক আমলসমূহকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করা মারাত্মক ভুল। প্রত্যেক আমলই গুরুত্বপূর্ণ। আপন আমলকে এই হিসাবে খুবই হেয় মনে কর যে, ইহা তুমি করিয়াছ। কিন্তু হক তা'আলা এই নেয়ামত দান করিয়াছেন এই হিসাবে উহাকে খুব গুরুত্ব দাও।

•

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ○

আয়াতের অর্থ : ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা (মাত্র) স্থায়ী নেক আমলসমূহ আপনার প্রতিপালকের নিকট সওয়াব ও আশার দিক দিয়া উত্তম।

www.BANGLAKITAB.com

॥ দুনিয়া তলব (অন্বেষণ) করা ॥

এই বিষয়বস্তুটি অবশ্য অনেকবার শুনা হইয়াছে। যাহারা এই আয়াতের বাহ্যিক আলোচ্য বিষয় পূর্বেও শুনিয়াছে তাহারা হয়তো বুঝিয়া লইয়াছে এবং মনে মনে বলিতেছে যে, ইহা তো সংসার-লিপ্ততা হইতে বিরত রাখার পুরাতন আলোচ্য বিষয়। সম্ভবতঃ এই কারণে বিষয়টির গুরুত্বও তাহাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কেননা, আজকাল—পূর্বে শুনা হয় নাই এমন নূতন বিষয়বস্তুকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু আমার মতে পুরাতন হওয়া কোন জিনিসের গুরুত্বহীনতার কারণ হইতে পারে না। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমি ইসলাম ধর্মকে পেশ করিতেছি। ইহাও বহু পুরাতন এবং তের শত বৎসর হইতেও বেশী আগেকার। পুরাতন হইলেই যদি কোন বস্তু গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে তবে নাউযুবিল্লাহ্ ইসলামকেও গুরুত্বহীন বলিতে হইবে। কোন সত্যিকার মুসলমান ব্যক্তি এরূপ বলিতে উদ্যত হইবে বলিয়া আমি কল্পনাও করিতে পারি না। হাঁ, যদি কোন নামেমাত্র মুসলমান ইহা বলিতে প্রস্তুত হয়, তবে আমি তাহাকে বলিব যে, এসব অপকৌশলে কেন মাতিয়াছ? পরিষ্কার বলিয়া দাও না যে, আমরা খোদা তা'আলাকেই ত্যাগ করিতেছি। কারণ তিনি এত বেশী পুরাতন যে, اَلْاَوَّلُ الَّذِیْ لَیْسَ قَبْلَهٗ شَیْءٌ তিনিই সর্বপ্রাচীন যে, তাঁহার পূর্বে কিছুই নাই।' অবশ্য এখন কর্ণকুহরে আওয়ায পৌঁছিতেছে না; কিন্তু সকলেরই অন্তরে অন্তরে এই কথা আনাগোনা করিতেছে যে, আমরা ইসলাম এবং খোদা তা'আলাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। সুতরাং খোদা তা'আলাকে যখন ত্যাগ করা যায় না, তখন তাঁহার কালামকে কিরূপে ত্যাগ করা যাইবে?

এই কারণে আমি প্রথমে নূতন আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসল উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করার ন্যায় কোনরূপ বিভ্রান্তির আশ্রয় লইতে চাই না; বরং সরাসরি পুরাতন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াই স্পষ্ট ভাষায় আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া কিছুই নহে, একেবারে মূল্যহীন এবং বাজে। সূর্যের সম্মুখে যেমন তারকারাজি আলোকহীন এবং গভর্ণরের সম্মুখে যেমন কনেষ্টবল মর্যাদাহীন, আখেরাতের সম্মুখে দুনিয়াও তদ্রূপ। খোদার কসম, আখেরাতের সহিত দুনিয়া উল্লেখিত হয়—দুনিয়ার পক্ষে গৌরবই যথেষ্ট ঃ

فی الجملہ نسبتے بتو کافی بود مراد + بلبل ہمیں کہ قافیۂ گل شود بس ست

(ফিল্ জুমলা নিস্‌বতে বতু কাফী বুয়াদ মুরাদ
বুলবুল হামীঁ কেহ্ কাফিয়ায়ে গুল শাওয়াদ বসাস্ত)

'অর্থাৎ, তোমার সহিত কোন না কোন দিক দিয়া সম্পর্ক থাকাই যথেষ্ট। বুলবুলের জন্য গুল (ফুল) শব্দের পরিমাপে হওয়াই যথেষ্ট।'

www.BANGLAKITAB.com

কনেষ্টবলের পক্ষে এতটুকু গুরুত্বই যথেষ্ট যে, সরকারী কর্মচারীদের তালিকায় গভর্ণরের সহিত তাহার নাম উল্লেখিত হয়। দুনিয়াদারগণ কি কামনা করে যে, আমরা ধর্মের নাম উচ্চারণই না করি এবং দিবারাত্র কেবল দুনিয়ার কথাই আলোচনা করি ? আমাদের কাছে এরূপ আশা করা বৃথা। তবে তাহাদের মন রক্ষার্থে মাঝে মাঝে দুনিয়ার কথাও উল্লেখ করি। তাহাও দুনিয়ার সকল কথা নহে ; বরং দুনিয়ার প্রশংসনীয় কথা উল্লেখ করি। ইহা আখেরাতের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। নিন্দনীয় দুনিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রশংসার্থে হউক বা নিন্দা প্রকাশার্থে হউক কোন প্রকারেই উল্লেখযোগ্য নহে। বলাবাহুল্য, মানুষকে খোদা তা'আলা হইতে দূরে সরাইয়া রাখার কারণে ইহা নিন্দনীয় বটে কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিন্দা প্রকাশার্থেও ইহা উল্লেখযোগ্য নহে।

এই কারণেই হযরত রাবেয়া বছরীয়া রাযিআল্লাহু আন্‌হা একদা কতিপয় সংসার-বিরাগী ব্যক্তিকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে দুনিয়ার নিন্দা করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন : قوموا عني فإنكم تحبون الدنيا 'তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও। কারণ তোমরা দুনিয়াকে ভালবাস।' অথচ তাঁহারা দুনিয়ার নিন্দা করিতেছিলেন। তবে প্রয়োজন ব্যতিরেকেই এরূপ করিতেছিলেন। আজকালকার মুসলমানগণ দুনিয়ার সহিত এত অধিক সম্পর্ক রাখে যে, খোদার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহারা দুনিয়ার সহিত তাহাই করে। অর্থাৎ, খোদাতা'আলাকে এইভাবে তলব করা উচিত :

اے برادر بے نہایت در گہیست + ہرچہ بروئے می رسی بروئے ما یست

(আয় বেরাদর বেনেহায়েত দরগাহীস্ত + হরচেহ্ বরওয়ে মী রসী বরওয়ে মইস্ত)

অর্থাৎ, 'হে ভাই ! খোদার দরগার কোন সীমা নাই। তুমি যেখানেই পৌঁছ, সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিও না।

কিন্তু আজকাল দুনিয়া তলব করার বেলায় হুবহু এইরূপ করা হইতেছে যে, ইহাকে কোন সীমায় সীমিত করা হয় না : لا ينتهي ارب الا الى ارب 'এক কাজ শেষ করিয়াই অন্য কাজে লাগিয়া যায়।' এক হাজার টাকা সঞ্চয় করিলে দুই হাজারের চিন্তা করিতে থাকে। কাহারও হাতে এক লক্ষ টাকা থাকিলে সে দুই লক্ষের আশা পোষণ করিতেছে। মৃত দুনিয়াকে তাহারা মনে করিয়া লইয়াছে যে :

بحریست بحر عشق ہیچش کنارہ نیست + آن جا جز اینکہ جاں بسپارند چارہ نیست

(বহ্‌রীস্ত বহ্‌রে এশক্ হিচাশ কিনারা নীস্ত
আঁজা জুয ই কেহ্ জাঁ বস্পারান্দ চারা নীস্ত)

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ, 'এশ্‌কের দরিয়ার কোন কুল-কিনারা নাই। এখানে প্রাণ সপিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।'

আজকাল এই লইয়া গর্ব করা হয় যে, আমি তো একেবারে দুনিয়ার সহিত মিশিয়া গিয়াছি। টাকা-পয়সা রোজগার করা ছাড়া আমার অন্য কোন কাজ নাই। একজন বলে, আমি এত টাকা লাভ করিয়াছি। অপর জন বলে, আমার নিকট এত টাকা সঞ্চিত আছে। তৃতীয় ব্যক্তি বলে, আমি এত এত দোকানের মালিক এবং প্রত্যেক দোকান হইতে এত টাকা করিয়া আমদানী হয়। গর্বের সহিত এইসব কথা আলোচনা করা হয়।

মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) বলিতেন ঃ দুনিয়াদারদের এইরূপ গর্ব করা দুই মেথরের পারস্পরিক গর্বের ন্যায়। এক মেথর বলে, আমি এতগুলি ময়লার ঝুড়ি উপার্জন করিয়াছি। ইহার উত্তরে অপর মেথর বলে, আমি তোর চেয়ে বেশী ঝুড়ি কামাই করিয়াছি। নিন্দনীয় দুনিয়া ইহাকেই বলে। ইহা মানুষকে খোদা তা'আলা হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছে। প্রশংসনীয় দুনিয়া উপার্জন করিতে কেহই নিষেধ করে না।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সকলের চাইতে অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন। ইহা শুধু আমাদের মতেই নহে—আমরা তাঁহার দাসানুদাস। কাজেই তাঁহাকে সবচাইতে বুদ্ধিমান, সবচাইতে উত্তম, সবচাইতে কামেল ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত মানিয়াই থাকি। কিন্তু তিনি এই পর্যায়ের জ্ঞানী ছিলেন যে, কাফেরেরাও তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা আমাদের চেয়েও বেশী হুযুর (দঃ)কে জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করে। আমাদের বিশ্বাস হইল এই যে, খোদাতা'আলার সাহায্যের বদৌলতেই হুযুর (দঃ) সকল উদ্দেশ্যে সফলকাম হইয়াছেন। কিন্তু কাফেরেরা ইসলামী আলোকরশ্মির দৈনন্দিন প্রসার লক্ষ্য করিয়া উহাকে হুযুর (দঃ)-এর জ্ঞান বুদ্ধিরই প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া মনে করে। তাহারা বলাবলি করে ঃ মুসলমানদের পয়গাম্বর এতই দূরদর্শী--জ্ঞানী ছিলেন যে, তাঁহার উদ্ভাবিত কর্ম-পদ্ধতির ফলেই ইসলাম সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। অতএব, যে বিষয়টিকে আমরা পয়গাম্বরের ক্ষমতা-বহির্ভূত ও খোদায়ী সাহায্যের ফল মনে করি, তাহারা উহাকে হুযুর (দঃ)-এর বিবেক বুদ্ধিরই ফল মনে করে। কাজেই কাফেরেরা যেন আমাদের চেয়েও বেশী হুযুর (দঃ)কে জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করে। এই সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন ঃ كسب الحلال فريضة بعد الفريضة 'হালাল উপার্জন করা অন্যতম ফরয।' অর্থাৎ, যাহা না হইলে চলে না, এই পরিমাণ দুনিয়ার উপার্জনকে হুযুর (দঃ) ফরয বলিতেছেন। আপনারা দুনিয়া উপার্জনকে শুধু যৌক্তিক দিক দিয়া

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াজেব বলেন আর হুযুর (দঃ) ইহাকে শরীয়তের একটি ফরয বলিতেছেন। ইহা তরক করিলে আখেরাতে আযাব ভোগ করিতে হইবে। মোটকথা, প্রয়োজন মাফিক দুনিয়া উপার্জন নিষিদ্ধ নহে। তবে দুনিয়াকে মহব্বত করা এবং অন্তরে উহাকে গুরুত্ব দেওয়া—যদিও তাহা নিন্দার ভঙ্গীতে হয়—অবশ্যই নিষিদ্ধ।

॥ সম্মান তলব করা ॥

এই কারণেই হযরত রাবেয়া বছরীয়া বলিয়াছিলেন : قُومُوا عَنِّي فَإِنَّكُم تُحِبُّونَ الدُّنيَا 'তোমরা আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাও। কেননা, তোমরা দুনিয়াকে ভালবাস।' ইহাতে দরবেশগণ আরয করিলেন, হযরত! আমরা দুনিয়ার নিন্দা করিতেছি। ইহাতে দুনিয়াকে ভালবাসা হইল কিরূপে? হযরত রাবেয়া উত্তরে বলিলেন : مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ 'যে ব্যক্তি যে কোন জিনিসকে ভালবাসে, বারবার উহারই উল্লেখ করে।' তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কিছু গুরুত্ব আছে বলিয়াই তোমরা উহার নিন্দা করিতে বসিয়াছ। নিয়ম হইল, অন্তরে যে জিনিসের সামান্যও গুরুত্ব নাই, সেই সম্বন্ধে নিন্দাসূচক আলোচনাও করা হয় না।

সেমতে আমরা গল্পগুজবের মজলিসে বসিয়া পদাধিকারী ব্যক্তিদের নিন্দা করি; কিন্তু চামার কুমারের নিন্দা কখনও করি না। কেননা, আমাদের দৃষ্টিতে চর্মকারের কোন গুরুত্ব নাই; কিন্তু পদাধিকারী ব্যক্তিদের গুরুত্ব আছে।

এ প্রসঙ্গে একটি ছাত্রসুলভ প্রশ্ন হইতে পারে। কোন ছাত্রের মস্তিষ্কে হয়তো প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, হুযুর (দঃ)ও দুনিয়ার নিন্দা করিয়াছেন। তবে কি "নাউযুবিল্লাহ্" তাঁহার দৃষ্টিতেও দুনিয়ার গুরুত্ব ছিল?

ইহার উত্তর এই যে, হুযুর (দঃ)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার গুরুত্ব মোটেই ছিল না। তবে দুনিয়ার চাকচিক্যে মুগ্ধ হয় ও উহাকে গুরুত্ব দান করে—এমন কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই ছিল। এই কারণে দুনিয়ার নিন্দা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। উম্মতের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক কেহই না থাকিলে হুযুর (দঃ) কস্মিনকালেও দুনিয়ার নিন্দা করিতেন না। তিনি কোন দিন পেশাব-পায়খানার নিন্দা করেন নাই। কেননা, সকলেই ইহাকে ঘৃণা করিত। হুযুর (দঃ) মদের নিন্দা করিয়াছেন। কেননা সকলেই ইহাকে ঘৃণা করিত না; বরং কিছু সংখ্যক লোক ইহার জন্যও পাগলপারা ছিল। হুযুর (দঃ)-এর দৃষ্টিতে মদ যদিও পেশাব-পায়খানার সমতুল্য ছিল; কিন্তু উম্মতের কিছু সংখ্যক লোকের আগ্রহের কারণে উহার নিন্দা করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, তিনি প্রয়োজন বশতঃই দুনিয়ার নিন্দা করিয়াছেন। হযরত রাবেয়ার দরবারে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের পক্ষে নিন্দা করার কোনরূপ প্রয়োজন

www.BANGLAKITAB.com

ছিল না। কেননা, সেখানে কেহই দুনিয়াদার ছিল না—সকলেই ছিলেন দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ। তবে দরবেশগণ আপন বাহাদুরী যাহির করার নিমিত্ত মাঝে মাঝে ধনীদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা ও তাহাদের উপঢৌকন ফেরত দেওয়ার কথা আলোচনা করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে গর্ব করা। অতএব. এই ধরণের আলোচনায় বাহ্যতঃ যদিও দুনিয়ার নিন্দা করা হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আলোচনাকারী দুনিয়া তলব করে। কেননা, সে সম্মান তলব করে। আর ইহাও দুনিয়া তলব করার পর্যায়ভুক্ত। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি এই নিন্দা শুনিয়াও বুঝিয়া ফেলে যে, তাহার অন্তরে দুনিয়ার গুরুত্ব লুক্কায়িত আছে ঃ

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش + من اندازِ قدت را می شناسم

(বহর রঙ্গে কেহ খাহী জামা মীপূশ + মান আন্দাযে কদাতরা মী শেনাসাম)

অর্থাৎ, 'যে কোনরূপেই জামা পরিধান কর না কেন, আমি তোমার দেহভঙ্গি ভালরূপেই চিনি।

॥ আউযুবিল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়া ॥

মোটকথা, তিন কারণে দুনিয়ার নিন্দা করা হয়। (১) প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে, কিংবা (২) নিন্দনীয় উদ্দেশ্যে অথবা (৩) অনর্থক নিন্দা করা। প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে নিন্দা করিলে তাহা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন নবী ও কামেল ব্যক্তিদের উক্তিসমূহে দুনিয়ার নিন্দা করা হইয়াছে। নিন্দনীয় উদ্দেশ্যে নিন্দা করার উদাহরণ যথা, নিজ বাহাদুরী যাহির করার উদ্দেশ্যে নিন্দা করা। ইহা প্রকৃতপক্ষে নিন্দা নহে ; বরং দুনিয়া তলব করারই নামান্তর মাত্র। অনর্থক নিন্দা করিলে তাহাতে যদিও দুনিয়া তলব করা বুঝায় না, তবে ইহা দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের লক্ষণ বটে। কেননা ঃ

گر این مدعی دوست بشناختے + بہ پیکار دشمن نہ پرداختے

(গর ইঁ মুদ্দয়ী দোস্ত বশেনাখ্‌তে + ব পায়কারে দুশ্‌মন না পরদাখ্‌তে)

অর্থাৎ, 'এই বন্ধুত্বের দাবীদার ব্যক্তি যদি বন্ধুকে সম্যক চিনিত, তবে দুশ্‌মনের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইত না'

খোদার সহিত যাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সে প্রেমাস্পদের যিক্‌রে মশ্‌গুল হইয়া যায়, সে অনর্থক শত্রুর আলোচনায় লিপ্ত হয় না। হযরত রাবেয়ার দরবারে উপস্থিত দরবেশগণ সম্ভবতঃ অনর্থক দুনিয়ার নিন্দা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। এই নীতি অনুযায়ী হযরত রাবেয়া কখনও শয়তানের প্রতিও লানৎ করেন নাই। তিনি বলিতেন, দোস্তের আলোচনা ত্যাগ করিয়া দুশ্‌মনের আলোচনা করিব কেন ? কিন্তু ইহার মতলব এই নয় যে, কোরআন তেলাওয়াতের সময় 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম'ও পড়িতে নাই। কোন

www.BANGLAKITAB.com

বুযুর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না; বরং কক্ষের বাহিরেই অবস্থান করিয়া জানিতে চাহিলেন যে, তিনি কি কাজে মশ্‌গুল আছেন। ঘটনাক্রমে ঐ বুযুর্গ তখন কোরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তেলাওয়াতের পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করতঃ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, হে শয়তান! আমি তোকে ভয় করি বলিয়া তোর নিকট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি নাই। আমি জানি খোদার নির্দেশ ব্যতীত তুই আমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবি না। তবে খোদার আদেশের কারণেই তোর নিকট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ, খোদাতা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اِنَّمَا سُلْطَانُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ *

"যখন আপনি কোরআন পাঠ করিতে চান, তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। যাহারা ঈমানদার এবং আপন প্রভুর উপর ভরসা করে, তাহাদের উপর শয়তানের ক্ষমতা চলে না। তাহার ক্ষমতা শুধু ঐ ব্যক্তিদের উপর চলে, যাহারা তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত অংশীদার সাব্যস্ত করে।"

আয়াতে হক তা'আলা ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, ঈমানদার ভরসাকারী ব্যক্তিদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তা সত্ত্বেও ভরসাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত (দঃ)কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কোরআন তেলাওয়াতের সময় اعوذ بالله من الشيطان الرجيم পাঠ করিয়া লউন। ইহাতে এইভাবে দাসত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ পাইবে যে, হে খোদা! আমরা এতই অক্ষম যে, সামান্যতম জিনিস হইতেও তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। ইহা শুনিয়া সাক্ষাৎপ্রার্থী বুযুর্গের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আল্লাহু আকবার! তাঁহার মর্তবা কত উচ্চে! অতএব, এই কাহিনীর প্রথম অংশ দ্বারা আউযুবিল্লাহ্ তরক করার সন্দেহ সৃষ্টি হইতে পারিত; কিন্তু ইহারই শেষাংশে এই সন্দেহের উত্তর উল্লেখিত হইয়াছে।

আমি বলি, এই বুযুর্গের এত উচ্চ মর্তবায় পৌঁছিয়া যাওয়া—যেখানে শয়তানের কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না—ইহাও আউযুবিল্লাহ্ পাঠেরই প্রতিক্রিয়া ছিল। অর্থাৎ, তিনি পূর্ব হইতেই যে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করিয়া আসিয়াছেন, উহারই বরকতে হক তা'আলা তাঁহাকে এই বিপদ মুক্ত মর্তবা দান করিয়াছেন। তিনি আজীবন ইহা

www.BANGLAKITAB.com

পাঠ না করিলে কিছুতেই এই মর্তবা লাভ করিতে পারিতেন না। অতএব, এই কাহিনী দ্বারাও বুঝা গেল যে, আরও বেশী পরিমাণে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করা উচিত।

উদাহরণতঃ, মূসা (আঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। একবার তিনি একটি পাথরের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। পাথরটি তখন অঝোরে ক্রন্দন করিতেছিল। মূসা (আঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে পাথরটি বলিল, যে দিন হইতে কোরআন শরীফের وقودها الناس والحجارة "মানব ও পাথর জাহান্নামের ইন্ধন হইবে।" আয়াত শুনিতে পাইয়াছি, সেই দিন হইতে ভয়ে আমার কলিজা শুকাইয়া যাইতেছে এবং আমি কিছুতেই কান্না রোধ করিতে পারিতেছি না। মূসা (আঃ) দোআ করিলেন, হে আল্লাহ্! এই পাথরটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিও না। তৎক্ষণাৎ ওহী নাযিল হইল, আপনার দোআ কবুল হইয়াছে। অতএব, পাথরটিকে সান্ত্বনা দিন। তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে না। মূসা (আঃ) পাথরটিকে এই সুসংবাদ শুনাইলে সে যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং কান্না বন্ধ করিয়া দিল। মূসা (আঃ) আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। ফিরার পথে পাথরটির নিকট পৌঁছিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সে আবার ক্রন্দন করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে, এবার কাঁদিতেছ কেন? উত্তর দিল, হে মূসা, ক্রন্দনের বদৌলতেই এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব, যাহার বরকতে আমি এই অমূল্য ধন লাভ করিয়াছি, উহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?

তেমনি কেহ হযরত জুনাইদ (রহঃ)-এর হাতে তস্‌বীহ্ দেখিয়া বলিল, হযরত, তস্‌বীহ্ জপ করিবার আপনার কি প্রয়োজন? আপনি তো কামেল এবং চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন। আপনার শিরা-উপশিরায় তস্‌বীহ্ আপনাআপনিই গুঞ্জরিত হয়। তিনি উত্তরে বলিলেন, তস্‌বীহ্‌র বদৌলতেই এই মহান মর্তবা লাভ হইয়াছে। অতএব, যে সঙ্গীর কারণে এই রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাকে ছড়িয়া দিব কি? সোব্‌হানাল্লাহ্! কি চমৎকার জওয়াব দিয়াছেন! সুস্থ জ্ঞানী কামেলগণ তস্‌বীহ্‌র প্রকৃত স্বরূপ বুঝেন। তাঁহারা ইহা ত্যাগ করার মত ভুল করিবেন না—যদিও মারেফাতের নেশায় মাতাল ব্যক্তিরা বলেঃ আমাদের জন্য তস্‌বীহ্‌র কি প্রয়োজন?

যাক্, একটি প্রশ্নের জওয়াব হিসাবে আলোচনার মধ্যস্থলে একথা বর্ণিত হইল। এখন আমি আবার আসল বক্তব্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। তাহা এই যে, বুযুর্গগণ অনর্থক কাজ হইতে খুব দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। এই কারণে হযরত রাবেয়া প্রয়োজন ব্যতিরেকে শয়তানকেও লা'নত করিতেন না। এমতাবস্থায় তিনি অনর্থক দুনিয়ার নিন্দাবাদ কিরূপে সহ্য করিতে পারিতেন?

www.BANGLAKITAB.com

॥ পুনরালোচনার আবশ্যকতা ॥

এই কারণে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমরা ধর্মের সহিত নিন্দনীয় দুনিয়ার আলোচনা করিতেও রাযী নহি। তবে মাঝে মাঝে প্রশংসনীয় দুনিয়ার আলোচনা করিয়া থাকি। দুনিয়ার পক্ষে এতটুকু গর্বই যথেষ্ট। দুনিয়া পৃথকভাবে আলোচনা করার মোটেই যোগ্য নহে। কেননা, উহা একেবারেই মূল্যহীন এবং 'কিছুই না'! এই বিষয়বস্তুটিকে আশ্চর্যজনক মনে করিবেন না। শক্তিশালী বস্তুর সম্মুখে দুর্বল বস্তু মূল্যহীন হওয়াই স্বাভাবিক। তদ্রূপ আখেরাতের সম্মুখে দুনিয়ার কোন মূল্য নাই। ফলে ইহা পৃথকভাবে আলোচ্য বিষয় হওয়ার যোগ্যই নহে। এই বিষয় বস্তুটি অবশ্য পুরাতন; কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুরাতন হইলেই কোন বিষয়-বস্তু গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে না।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিষয়বস্তু গুরুত্বহীন নহে, তবে ইহা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? কেননা, ইহা বহুবার শুনা হইয়াছে। অতএব, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমি উত্তরে বলিব যে, প্রত্যেক বিষয়ের পুনরালোচনাই অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজন নহে। ইহার উদাহরণ স্বরূপ আমি আহার করাকে পেশ করিয়া থাকি। ইহা প্রত্যহই বারংবার করা হয়। এমনকি, দিনে চারি বারও আহার করা হয়। সকাল বেলায় বন্ধুবান্ধব লইয়া চা পান করা হয়। হযরত মাওলানা দেওবন্দী (রহঃ) -এর উক্তি অনুযায়ী ইহা পরহেযগারদের ভাঙ্গ (মাদক দ্রব্য বিশেষ) সকল বেলায়ই এই ভাঙ্গপর্ব সম্পন্ন করা হয়। ইহার সহিত বিস্কুট, ডিম ইত্যাদি খাদ্যজাতীয় বস্তুও থাকে। অতঃপর দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যা বেলায় আহার করা হয়। এরপর রাত্রে দুধ কিংবা চা পান করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। 'চা'-কে আমি খাদ্য হিসাবে গণনা করিয়াছি। ইহার কারণ এই যে, চা না হইলে চা পায়ীদের অস্থিরতার অন্ত থাকে না। মনে হয় যেন খাদ্যই খায় নাই।

মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রহঃ)-এর বাড়ীতে একবার জনৈক বাঙ্গালী মেহ্মান হইয়াছিলেন। মাওলানা ছাহেব মেহ্মানকে খানা খাওয়াইবার জন্য বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া মাদ্রাসায় চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া মেহ্মানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি খানা খাইয়াছেন কি? মেহ্মান বলিল, না। মাওলানা ছাহেব বাড়ী পৌঁছিয়া তজ্জন্য রাগারাগি করিলে তাহারা বলিল, আমরা তো মেহ্মানকে খানা খাওয়াইয়াছি। ইহাতে মাওলানা ছাহেব খুবই বিস্মিত হইলেন। অতঃপর চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, বাঙ্গালীরা ভাতকে খানা বলে। বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মেহ্মানকে রুটি দেওয়া হইয়াছিল—ভাত দেওয়া হয় নাই।

তদ্রূপ চা ব্যতীত যখন খানা খাইয়াও তৃপ্তি হয় না, তখন চা-কেই তাহাদের খানা বলিতে হইবে। এইভাবে দৈনিক চারিবার আহার করা হয়। মোটকথা,

www.BANGLAKITAB.com

আহারের প্রয়োজন সব সময়ই বারংবার হয় বলিয়া কেহ ইহাকে নিষ্প্রয়োজন আখ্যা দেয় না। তাছাড়া সব নব বিবাহিত ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখুন। তাহারা প্রত্যহই স্ত্রীর নিকট কেন শয়ন করে? তাহাদের প্রত্যহ নূতন বিবাহ করা উচিত। এক বিবির কাছে এক দিনের বেশী যাওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাতে বারংবার যাওয়া হইবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আসল অবস্থা এই যে, বিবির সহিত সাক্ষাতের পর তাহার নিকট হইতে উঠিতেই মন প্রস্তুত হয় না।

আল্লাহ—একটি সামান্য সৌন্দর্য বার বার দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ হয় না—আর হক তা'আলার ব্যাপারে মন তৃপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার আহ্‌কাম একবার শুনার পরই তাহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে—ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার বটে! হয়তো বলিবেন যে, বিবির ব্যাপারে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; কিন্তু আহ্‌কাম শুনার ব্যাপারে বৃদ্ধি পাওয়ার কি আছে? আমি বলি, যাহাদের অন্তরে হক তা'আলার মহব্বত প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন—ইহাতে কি বৃদ্ধি পায়? হক তা'আলার সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই— ইহাই তো আসল অভিযোগ। যাহাদের সম্পর্ক আছে তাহাদের অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

دیدہ از دیدنش نگشتے سیر + ہمچناں کز فرات مستقی

'পিপাসিত ব্যক্তি যেমন ফোরাতের পানি দেখিয়াই তৃপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকে (খোদাকে) দেখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হয় না।' কবি আরও বলেন ঃ

دلارام در بر دلارام جوئے + لب از تشنگی خشک و بر طرف جوئے
نہ گویم کہ بر آب قادر نیند + کہ بر ساحل نیل مستسقی اند

(দিলারাম দরবার দিলারাম জুয়ে + লব আয তেশ্‌নেগী খুশ্‌ক ও বরতরফ জুয়ে নাগুয়েম কেহ্ বর আব কাদের নিয়ান্দ + কেহ্ বর সাহেলে নীল মুস্‌তাস্কীয়ান্দ)

অর্থাৎ, 'প্রেমাস্পদ কোলে, অথচ প্রেমাস্পদকে খুঁজিতেছে। নহরের কিনারায় বসা সত্ত্বেও পিপাসায় ওষ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। আমি এই কথা বলি না যে, তাহারা পানি পাইতেছে না; বরং নীল নদের তীরে বসিয়াও তাহারা পিপাসিত।'

দুনিয়াতে সৌন্দর্যের বিকাশ কোন না কোন অবস্থা ও সীমায় পৌঁছিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। তাসত্ত্বেও ইহা হইতে তৃপ্তিলাভ হয় না। যেখানে সৌন্দর্যের বিকাশ সর্বদাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেখানে কি অবস্থা হইবে? হক তা'আলার সৌন্দর্যের বিকাশ এইরূপ ঃ

نہ گردد قطع ہرگز جادۂ عشق از دویدنہا
کہ می بالد بخود ایں راہ چوں تاک از بریدنہا

(নাগরদাদ কাতা হরগীয জাদায়ে এশ্‌ক আয দবীদান্‌হা
কেহ্ মী বালাদ বখুদ ই রাহ্ চুঁ তাক্ আয্ বরীদান্‌হা)

www.BANGLAKITAB.com

'অর্থাৎ, এশকের রাস্তা দৌড়িয়া অতিক্রম করা যায় না। ইহা আপনাআপনি বাড়িয়া যায়, যেমন আঙ্গুরের বৃক্ষ কাটিলে বাড়িয়া যায়।' এবং তাঁহার সৌন্দর্যের শান এইরূপ ঃ

نه حسنش غایتے دارد نه سعدی را سخن پایاں
بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچناں باقی

(না হুস্‌নশ্‌ গায়তে দারাদ না সা'দীরা সুখন পায়াঁ
বমীরাদ তিশ্‌না মুস্‌তাস্‌কী ও দরিয়া হমচুনাঁ বাকী)

অর্থাৎ, 'তাঁহার সৌন্দর্য অনন্ত। উহা বর্ণনা করার মত ভাষা সা'দীর নাই, পিপাসিত ব্যক্তি পিপাসার্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে ; কিন্তু দরিয়া তেমনই থাকিয়া যায়। এই কারণে জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ

قلم بشکن سیاهی ریز و کاغذ سوز و دم درکش
حسن این قصهٔ عشق است در دفتر نمی گنجد

(কলম বিশকান্‌ সিয়াহী রীয ও কাগজ সূয দমদরকাশ
হুস্‌নে ই কিছ্‌ছায়ে এশ্‌ক আস্ত দর দফতর নমী গুনজাদ)

অর্থাৎ, 'কলম ভাঙ্গিয়া ফেল, কালি বহাইয়া দাও, কাগজ পুড়িয়া ফেল এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর। ইহা এশ্‌কের সৌন্দর্য। বিরাট পুস্তকেও ইহার বর্ণনা শেষ হইবে না।'

সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ বলেন, জান্নাতের মধ্যেও মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতি শেষ হইবে না। সেখানেও উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকিবে। এমন কি, কোন কোন হালবিশিষ্ট সাধক বলেন ঃ জান্নাতে এমন এক দল থাকিবে—তাহারা জান্নাতের বালাখানা ও হুরদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবে না। তাহারা সর্বদাই اَرِنِیْ اَرِنِیْ (আমাকে দেখা দাও আমাকে দেখা দাও) বলিতে থাকিবে। কেননা, সেখানে হক্‌ তা'আলার সৌন্দর্যের বিকাশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে থাকিবে। এই কারণে প্রত্যেকটি তজল্লীর পর অন্য তজল্লী দেখার আগ্রহ দেখা দিবে। ইহার আনন্দের সম্মুখে হুর ও বালাখানা একেবারেই মূল্যহীন মনে হইবে।

॥ সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ॥

দুনিয়াতে আমি নিজেও এমন বুযুর্গ দেখিয়াছি—যিনি হুরের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। শুধু খোদা তা'আলারই আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মজযুব (আল্লাহ্‌র ধ্যানে আত্মহারা) ধরনের ব্যক্তিদের মুখ হইতেই এসব কথা জানা যায়। কামেল তত্ত্বজ্ঞানী বুযুর্গগণ এসব কথা প্রকাশ করেন না। এই কারণে আরেফ রূমী বলেন ঃ

www.BANGLAKITAB.com

راز درون پرده زرندان مست پرس ÷ کیں حال نیست سوفی عالی مقام را

(রায দরুনে পরদা যেরিন্দানে মস্ত পুর্‌স + কিঁ হাল নীস্ত সূফীয়ে আলী মকাম রা)

অর্থাৎ, 'গুপ্ত রহস্যে আত্মহারা দরবেশদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। উচ্চমর্তবাসম্পন্ন ছুফী ব্যক্তির অবস্থা এরূপ নহে যে, তাহাদের নিকট জানিতে পারিবে।'

ইহার কারণ এই যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছুফী নিজ হালের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। ফলে সে খুবই সংযত থাকে এবং গোপন রহস্য প্রকাশ করে না। এই গোপন রহস্য প্রকাশ না করার কয়েক প্রকার কারণ থাকে। গোপন রহস্যের প্রতি গায়রতের (সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের) কারণে। তখন সে এইরূপ বলে :

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نه دهم

گوش را نیز حدیث تو شنیدن نه دهم

(গায়রত আয চশ্‌মে বুরম রুয়ে তু দীদান নাদেহাম

গুশ রা নীয হাদীসে তু শানীদান নাদেহাম)

অর্থাৎ, 'আমি নিজ চক্ষের সহিত গায়রত বা ঈর্ষা রাখি তাই আমি আমার চক্ষুকে তোমার চেহারা দেখিতে দিব না এবং কর্ণকেও তোমার কথা শুনিতে দিব না।'

কিংবা সম্বোধিত ব্যক্তির শত্রুতার কারণে। তখন এইরূপ বলে :

با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی + بگزار تا بمیرد در رنج خود پرستی

(বামুদ্দয়ী মুগুইয়াদ আস্‌রারে এশক ও মস্তী + বগুযার তা বমীরাদ দররঞ্জে খুদ পরস্তী)

অর্থাৎ, 'এশ্‌কের দাবীদারের নিকট এশ্‌ক ও মত্ততার রহস্য বলিতে নাই। তাহাকে আপন অবস্থায় ছাড়িয়া দাও যাহাতে সে অহঙ্কারের জ্বালায় মৃত্যুবরণ করে।

কিংবা সম্বোধিত ব্যক্তির মধ্যে সূক্ষ্ম রহস্যাবলী বুঝার ক্ষমতা না থাকার কারণে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী বলেন :

نکتها چوں تیغ فولاد است تیز + چوں نداری تو سپر واپس گریز

(নুক্‌তাহা চূঁ তেগ ফওলাদ আস্ত তেজ + চূঁ নাদারী তু সুপার ওয়াপেস গুরীয)

অর্থাৎ, এশ্‌কের সূক্ষ্মতত্ত্ব তরবারির ন্যায় ধারাল। তোমার নিকট যখন ঢাল নাই, তখন তুমি ফিরিয়া যাও।' سپر (ঢাল) বলিয়া বিবেক বুঝানো হইয়াছে :

پیش ایں الماس بے سپر میا + کز بریدن تیغ را نه بود حیا

'এই হীরকের নিকট ঢাল ব্যতীত আসিও না। কেননা, তরবারি কাটিয়া ফেলিতে লজ্জা করিবে না।'

যাহারা বিনা দ্বিধায় প্রত্যেকের সম্মুখে গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া ফিরে, এস্থলে মাওলানা রূমী তাহাদের খুব নিন্দা করিয়াছেন। কারণ, তাহারা সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে কি না, সে দিকে মোটেই লক্ষ্য করে না। মাওলানা বলেন :

www.BANGLAKITAB.com

ظالم آں قومی کہ چشما دوختند + از سخنہا عالمے را سوختند

(যালেম আঁ কওমে কেহ্ চশমা দোখ্তান্দ + আয্ সুখন্হা আলমে রা সুখ্তান্দ)

অর্থাৎ, 'যাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া কথার আগুনে দুনিয়াকে পুড়িয়া ফেলে, তাহারাই যালেম।'

মোটকথা, মাওলানা রূমী শ্রোতা ও বক্তা উভয়কেই ব্যবস্থা দিয়াছেন। বক্তা আত্মহারা (মগ্লুবুল হাল) না হইলে তাহাকে সতর্ক করিয়াছেন যে, প্রত্যেকের সম্মুখে গোপন রহস্য প্রকাশ করিও না। বক্তা আত্মহারা হইলে শ্রোতাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাদের নিকট শুনিয়া সূক্ষ্ম রহস্যাবলী অন্যের আছে বর্ণনা করিও না এবং উহা বুঝিবারও চেষ্টা করিও না। এই কারণে আমাদের বুযুর্গগণ সূক্ষ্ম রহস্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রকাশ করেন না। কেহ কোন সময় প্রকাশ করিলেও সকলের সম্মুখে করেন না; বরং বিশেষ মজলিসে দুই এক কথা বলিয়া দেন।

একবার আমি মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেব (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি নির্জনে বিশেষ মজলিস লইয়া বসিয়াছিলেন। উহাতে প্রত্যেকের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেহ আসিলে ধমক খাইত। মুরীদদিগকে মাঝে মাঝে ধমক দেন—এমন বুযুর্গদেরও প্রয়োজন আছে। কেহ কেহ আবার সীমাতিরিক্ত কঠোরতা করেন। বাদশাহ্দের ন্যায় নিয়ম-কানুন ও শাস্তি নির্ধারিত করেন। ইহা ঠিক নহে—সুন্নতবিরোধী কাজ। আবার কেহ কেহ খুবই নম্রতা দেখান। কোন কিছুতেই মুরীদদিগকে সতর্ক করেন না। ইহাও শোভনীয় নহে। নম্রতা ও কঠোর উভয়টিরই প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাতে সমতা পয়দা হইবে।

জনৈক বুযুর্গের নিকট একটি সাপ মুরীদ হইয়াছিল। তিনি সাপকে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিলেন যে, সে কাহাকেও দংশন করিতে পারিবে না। একেবারে নিরীহ দেখিয়া অন্যান্য জন্তুরা তাহাকে মারিতে ও বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পর সে বুযুর্গের খেদমতে উপস্থিত হইল। বুযুর্গ তাহার দুরবস্থা দেখিয়া ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। সাপ বলিল, হুযুর আমাকে দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অন্যান্য জন্তুরা এই সংবাদ অবগত হইয়া সকলেই আমাকে বিরক্ত করিতে থাকে। বুযুর্গ বলিলেন, আমি তোমাকে শুধু দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম—ফণা তুলিতে নিষেধ করি নাই। এখন হইতে কোন জন্তু নিকটে আসিলেই ফণা তুলিয়া ফোঁস্ফোঁসাইয়া দাও। ইহাতে জন্তুরা পালাইয়া যাইবে। ঐদিনের পর হইতে বেচারী সাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তদ্রূপ বুযুর্গদেরও মাঝে মাঝে ফোঁস্ফোঁসানী দেওয়া উচিত।

মোটকথা, লোকজন বেশী না থাকায় হযরত মাওলানা এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কথা বলিলেন, যাহা সকলের সম্মুখে বলা যায় না। তন্মধ্যে তিনি এই

www.BANGLAKITAB.com

কথাটিও বলিলেন—আমরা যখন জান্নাতে যাইব, (জান্নাতে যাওয়া যেন নিশ্চিতই ছিল) এবং আমাদের নিকট হূর আসিবে, তখন বলিয়া দিব যে, বিবি ছাহেবা, যদি কোরআন তেলাওয়াৎ করিয়া শুনাইতে পার, তবে এখানে বস, নতুবা চলিয়া যাও।

মাওলানা ছাহেব দুনিয়ার অবস্থা অনুযায়ী এই কথা বলিয়াছেন। আমি ইহাকে হাল প্রবল হইয়া যাওয়ার প্রতিক্রিয়া মনে করি। আসলে জান্নাতে মারেফাত এত গভীর হইবে যে, হূরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও হক তা'আলার প্রতি মনোযোগে ত্রুটি হইবে না। উপরোক্ত কথা বলার সময় এই বিষয়টির প্রতি মাওলানা ছাহেবের লক্ষ্য ছিল না।

॥ জান্নাতীদের প্রকারভেদ ॥

জান্নাতে কামেল তত্ত্বজ্ঞানিগণ হূরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও হক তা'আলার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিবেন। আরেফ রূমী তাই বলেন ঃ

حسن خویش از روئے خوباں اشکارا کردۂ + پس بچشم عاشقاں خود را تماشا کردۂ

(হুস্‌নে খেশ্‌ আয্‌রুয়ে খোবাঁ আশ্‌কারা করদায়ী
পস্‌ বচশ্‌মে আশেকাঁ খুদ্‌রা তামাশা করদায়ী)

অর্থাৎ, 'আপন সৌন্দর্য হূরদের মুখমণ্ডলে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব, আশেকদের দৃষ্টিতে নিজেকেই দৃশ্য বানাইয়াছেন।'

উদাহরণতঃ প্রেমাস্পদ সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিল যে, অমুক সময় আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যাইবে এবং অমুক সময় আয়নার মাধ্যমে দেখিতে হইবে। হূরগণও তদ্রূপ কামেল তত্ত্বজ্ঞানীদের পক্ষে হক তা'আলার সৌন্দর্য দেখার জন্য আয়না স্বরূপ হইবে।

অতএব, জান্নাতে দুই প্রকার লোক থাকিবেন। (১) কামেল লোকগণ। তাঁহারা উভয় অবস্থাতে হক তা'আলার সৌন্দর্যই নিরীক্ষণ করিবেন। (২) কামেল নহেন—এমন ব্যক্তিগণ। তাঁহারা একমুখী হইয়া কেবল ارنی ارنی (দেখা দাও, দেখা দাও) বলিবেন। তাঁহাদের মনোযোগ অন্য কোন বস্তুর দিকে নিবদ্ধ হইবে না। কামেলদের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে "কামেল নহে" বলা হইয়াছে। নতুবা আমাদের দিকে লক্ষ্য করিলে তাঁহারা বহু অগ্রসর।

آسماں نسبت بعرش آمد فرود + لیک بس عالی ست پیش خاک تود

(আস্‌মাঁ নিস্‌বত বআর্‌শ আমদ ফরুদ + লেক বস্‌ আলীস্ত পেশ খাক তুদ)

অর্থাৎ, 'আরশের দিকে লক্ষ্য করিলে আকাশ খুবই নিম্নে; কিন্তু যমীনের দিকে দেখিলে আকাশ অত্যন্ত উচ্চে।'

www.BANGLAKITAB.com

॥ হক তা'আলার সৌন্দর্য ॥

মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে তো খোদার এশ্‌কে মাতাল হইবেই, আমি দুনিয়াতেও এমন ব্যক্তি দেখিয়াছি—যিনি হক তা'আলার সৌন্দর্যে মাতাল হইয়া হুরদের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। আপনি হক তা'আলার সৌন্দর্যকে কি মনে করিয়াছেন? ইহা প্রদীপের আলোর ন্যায় নহে। অনেকেই ইহাকে এই রূপই মনে করে। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। এইরূপ ধারণাকারীরা হক তা'আলার সৌন্দর্যের কদর করে নাই। দুনিয়াতে ঐ সৌন্দর্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম সম্ভবপর নহে। তাই বুযুর্গগণ বলেন: ما خطر ببالك فهو هالك والله اجل من ذالك

অর্থাৎ, 'এক্ষণে অন্তরে যে সব নূর ও তাজাল্লী অনুভূত হয়, তাহা সমস্তই ধ্বংসশীল। হক তা'আলা এসব হইতে বহু উচ্চে।'

যাহারা অন্তরের নূর কিংবা যিক্‌রের নূরকে হক তা'আলার নূর মনে করে, উপরোক্ত বর্ণনায় তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইয়া গেল। অনেকেই এই ভ্রান্তিতে পতিত আছে। জনৈক সালেক (খোদার পথের পথিক) রূহের তাজাল্লী অর্থাৎ, রূহে বিকশিত জ্যোতিকে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত হক তা'আলার নূর মনে করিতে থাকেন। পরে তিনি আসল ব্যাপার অবগত হইয়া তওবা করেন। মোটকথা, দুনিয়াতে হক তা'আলার সৌন্দর্যের স্বরূপ ও অবস্থা জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে। আসল স্বরূপ আখেরাতেও জানা যাইবে না। তবে সেখানে সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ বিকাশ ঘটিবে। তাই সাদী বলেন:

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم + وز هرچه گفته اند و شنیده ایم و خوانده ایم
دفتر تمام گشت و بپایان رسید عمر + ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم

(আয় বরতর আয খিয়াল ও কিয়াস ও গুমান ও ওয়াহাম
ওয হরচে গুফতাআন্দ ও শানিদাইম ও খান্দাইম,
দফতর তামাম গাশ্‌ত ও বপায়াঁ রসীদ ওমর
মা হমচুনাঁ দর আওয়াল ওয়াছফে তু মান্দাইম)

অর্থাৎ, 'হে খোদা! তুমি কল্পনা, অনুমান, ধারণা খেয়াল এবং যাহা বলা হইয়াছে, যাহা শুনিয়াছি এবং যাহা পড়িয়াছি—সব কিছু হইতে বহু ঊর্ধ্বে। কাগজ ফুরাইয়া গিয়াছে এবং আয়ু শেষ হইতে চলিয়াছে; কিন্তু আমরা এখনও তোমার প্রাথমিক গুণাবলীর বর্ণনায়ও ব্যর্থ রহিয়াছি' অর্থাৎ সালেকের পক্ষে প্রথমে যাহা জানা দরকার তাহাই জানিতে পারি নাই।

॥ হক তা'আলাকে প্রত্যক্ষ দর্শন ॥

হাঁ, যখন বিকাশ ঘটিবে, তখন গুন্‌গুন্ করিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিবেন:

www.BANGLAKITAB.com

بے حجابانہ درآ از در کاشانۂ ما + کہ کسے نیست بجز درد تو در خانۂ ما

(বে-হেজাবানা দর আ আয দর কাশানায়ে মা
কেহ্ কাসে নীস্ত বজুয দরদে তু দর খানায়ে মা)

অর্থাৎ, 'আমার দ্বারে প্রকাশ্যে চলিয়া আস। কেননা, এখানে তোমার বেদনা ছাড়া আর কেহই নাই।'

ইহার কারণও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তখন সামনাসামনি দর্শন প্রার্থনা করার কারণ এই যে, তখন অন্তরে হক তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছু থাকিবে না। এখন অন্তরে অন্য বস্তু অনুপ্রবেশ করিয়া রহিয়াছে। অন্য বস্তুর সহিত হক তা'আলার তাজাল্লী প্রতিভাত হইতে পারে না। কারণ তাহার শান হইল :

چوں سلطان عزت عالم بر کشد + جہاں سر بجیب عدم در کشد

(চুঁ সুলতান ইয্‌যতে আলম বর কাশাদ + জাহাঁ সর বজায়বে আদম দর কাশাদ)

অর্থাৎ, 'যখন বাদশাহ্ ইয্‌যতের পতাকা উড়াইয়া দেয় তখন দুনিয়া অস্তিত্বহীন হইয়া যায়।

ইহাতে বুঝা যে, প্রতিবন্ধকতা বান্দার তরফ হইতেই। হক তা'আলার তরফ হইতে কোন বেড়াজাল নাই। এই কারণেই হক তা'আলা মূসা (আঃ)কে لن ترانی অর্থাৎ, 'তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না' বলিয়াছিলেন, لن اری আমি দৃষ্টি গোচর হইব না—এইরূপ বলেন নাই। হক তা'আলা সদাসর্বদাই দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন ; কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে দীদারকে বরদাশ্‌ত করার মত শক্তি নাই :

شد ہفت پردہ بر چشم ایں ہفت بردۂ چشم + بے پردہ ور نہ ما ہے چوں آفتاب دارم

(শুদ হাফ্‌ত পর্দা বর চশম ঈ হাফ্‌ত পর্দায়ে চশম
বেপর্দা ওয়ারনা মাহে চুঁ আফতাব দারাম)

চোখের উপর সাত তবক পর্দা রহিয়াছে। এই সাত তবক পর্দা বেপর্দারই শামিল।'

দুনিয়াতে হক তা'আলাকে দেখার প্রধান উপায় হইল কোরআন শরীফের মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য ও প্রতাপ নিরীক্ষণ করিয়া লওয়া। এ প্রসঙ্গে কবি মখফীর কবিতা মনে পড়িয়া গেল :

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل + ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

(দর সুখন মখফী মানাম চুঁ বুয়ে গুল্ দর বর্গে গুল
হর কেহ্ দীদান মায়ল দারাদ দর সুখন বীনাদ মরা)

অর্থাৎ, 'আমি কথার মধ্যে লুক্কায়িত আছি—যেমন ফুলের গন্ধ ফুলের কলিতে, যে কেহ আমাকে দেখিতে চায়, সে কথার মধ্যে আমাকে দেখুক।'

তদ্রূপ দুনিয়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া যেন হক তা'আলা বলিতেছেন :

www.BANGLAKITAB.com

هر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

যে, আমাকে দেখিতে চায়, সে কথার মধ্যে আমাকে দেখুক।'

কিছুক্ষণ পূর্বেই কোরআন পাঠ করা হইয়াছিল। তখন শ্রোতাগণ কেমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ ইহাকে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের প্রতিক্রিয়া বলিলে আমি বলিব যে, এই কারী ছাহেবকেই (১) কাফিয়া (একটি কিতাব) ঠিক ঐ উচ্চারণ কণ্ঠস্বরে পড়িতে বলুন। দেখিবেন বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না। অতএব, উহা যে কোরআনেরই প্রতিক্রিয়া তজ্জন্য এই সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের কারণেও উহাতে কিছু সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের প্রতিক্রিয়া দুই এক বারের পর বাকী থাকে না। কোরআনের মিষ্টতা এত স্থায়ী যে, যতই শুনা হউক না কেন, তৃপ্তি হইতে চায় না। কোন সুশ্রী ও কোকিল কণ্ঠীর মুখে একটি উৎকৃষ্ট গযল শুনুন। প্রথমবার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু পুনরাবৃত্তিতে মন ভরিয়া যাইবে। কেননা, ইহা মানুষের কালাম। কথক ধ্বংসশীল। সুতরাং তাহার কথার মিষ্টতাও ধ্বংসশীল। কিন্তু কোরআনের যতই পুনরাবৃত্তি করা হউক না কেন, উহাতে মন ভরে না। তবে পাঠক কুণ্ঠাহীনভাবে ও বিশুদ্ধ পড়িলেই হয়। কোরআন খোদা তা'আলার কালাম। খোদা তাআলা স্বয়ং যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি তাহার কালামের স্বাদও চিরস্থায়ী: لا يخلق من كثرة الرد 'বারবার পাঠেও উহাতে প্রাচীনত্ব আসে না।'

মুতাকাল্লেমীনের মযহাব অনুযায়ী কোরআন অর্থাৎ শাব্দিক কালাম যদিও আত্মিক কালামের ন্যায় খোদার জাতী ছিফত নহে, তবুও সূর্যের সহিত কিরণের সম্পর্কের ন্যায় হক তা'আলার সত্তার সহিত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে। সূর্যের মধ্যে চারিটি বিষয় মনে করিয়া লউন। প্রথমতঃ, সূর্যমণ্ডল। ইহা সূর্যের সত্তা। দ্বিতীয়তঃ, সূর্যের নূরের ছিফত। ইহা সূর্যের সত্তার সহিত কায়েম রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, কিরণ। চতুর্থতঃ সূর্যের আলোকে আলোকিত পৃথিবী। এখন কিরণ নূরের ছিফতের মত সূর্যের সহিত কায়েম ও সংযুক্ত নহে, আবার পৃথিবীর মত সূর্য হইতে একেবারে পৃথকও নহে।

তেমনি শাব্দিক কালাম যাতী ছিফতের ন্যায় হক তা'আলার সত্তার সহিত কায়েম নহে, আবার অন্যান্য অনিত্য বস্তুসমূহের ন্যায় দূর সম্পর্কীয়ও নহে, বরং ইহা অনিত্য হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য অনিত্য বস্তু অপেক্ষা হক তা'আলার সত্তার সহিত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই গভীর সম্পর্কের কারণেই ইহাকে কালামুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র কালাম বল হয়। অন্যান্য অনিত্য কালামকে কালামুল্লাহ্ বলা যায় না। এই কারণেই

(১) ওয়ায আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সভায় কতিপয় কারী ছাহেবান কোরআন তেলাওয়াৎ করিয়াছিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

মুতাকাল্লেমীনের মধ্য হইতে কেহ কেহ এই শাব্দিক কালামকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন—যদিও ইহাও অনিত্য হিসাবে প্রকাশ লাভ করে। এই আলোচনাটি অত্যধিক সূক্ষ্ম। বিনা প্রয়োজনে ইহা লইয়া মাথা ঘামানো জায়েয নহে। উভয় মতানুযায়ীই আমার বলার উদ্দেশ্য হাছিল হয়। অর্থাৎ, কোরআনের শব্দসমূহের এমন শান নিহিত আছে যে, বারবার পুনরাবৃত্তি করিলেও ইহাতে প্রাচীনত্ব আসে না।

অতএব, কোরআনের শব্দেই যখন মন বিষণ্ন হয় না, তখন উহার অর্থে কিরূপে তৃপ্তি হইয়া যাইবে এবং কোরআনের উপর আমল করিলে যে নূর হাছিল হয়, তাহাতে কিরূপে অন্তর তৃপ্তি হইতে পারিবে? খোদার কসম, যাঁহারা কোরআনের অর্থ ও কোরআনের আমল লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তর সর্বদাই অতৃপ্ত থাকে। কোনখানেই তাঁহাদের শান্তি নাই; কিন্তু মজার বিষয় এই যে, এই অশান্তির মধ্যেও তাঁহারা এত শান্তিতে থাকেন যে, সপ্ত দেশের রাজত্বও উহার তুলনায় নিতান্তই হেয়। মোটকথা, কোরআনের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহার বিষয়বস্তু বর্ণনায় এবং খোদা তা'আলার আহ্‌কাম সম্বন্ধে আলোচনায় কিছুতেই মনে তৃপ্তি ও বিরক্তি আসিতে পারে না। অতএব, উদ্ধৃত আয়াতের আলোচ্য বিষয়টি পূর্বে শুনা হইয়া থাকিলেও উহার পুনরালোচনা নিষ্ফল নহে; বরং মিছরি বারবার খাইলেও যেমন স্বাদ পাওয়া যায়, এই পুনরালোচনায়ও তেমনি স্বাদ রহিয়াছে।

॥ আয়াতের তফ্‌সীর ॥

তাছাড়া বিষয়বস্তু পুরাতন হইলেই যদি তাহা ত্যাগ করার যোগ্য হইয়া পড়ে, তবে আপনার এই ধারণাটিও তো পুরাতন। আপনি ইহাকে ত্যাগ করেন না কেন? আমি একবার কনৌজে যাইয়া জানিতে পারিলাম যে, তথাকার এক মহল্লার অধিবাসীরা মহল্লার নাম বদলাইয়া দিয়াছে। কারণ, আগের নাম দ্বারা মহল্লাবাসীদের জাতীয়তা ফুটিয়া উঠিত। উহা ঢাকিবার জন্য মহল্লার নাম পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয়। আমি ওয়াযে এই বিষয়ে আলোচনা করিলাম। পুনর্বার ঐ স্থানে ওয়ায করিতে যাইয়া ঐ বিষয়ে আবার আলোচনা করিলাম। ইহাতে মহল্লাবাসীরা বলাবলি করিতে থাকে যে, তিনি তো বেশ আমাদের পিছনে লাগিয়া গিয়াছেন। আগের বারও ওয়াযে আমাদিগকে মন্দ বলিয়াছেন—এবারও তাহাই করিলেন। এই বলাবলির উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলিল, তিনি মন্দ বলিলেন কোথায়? তোমরাই তো বলাইয়াছ। তোমরা আগেই নিজেদের অবস্থা শোধরাইয়া লইলে দ্বিতীয় বার বলার কোন প্রয়োজন হইত না। আপনিও তেমনি আমাকে বলাইতেছেন। প্রথম বারের আলোচনা শুনিয়াই যদি আপনি সংশোধন হইয়া যাইতেন এবং দুনিয়ার